

বাংলাদেশ



গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১, ২০২২

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৬৯—১০১১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৭৩—১৭১১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৩—২৭৮
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৫৩—১৩০৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১)সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের গুয়ারি।	নাই
(২)বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ-১ শাখা

এল, এ কেস নং-৩৩/৪/৬৬-৬৭

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-০৪-৬৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,

ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(৯৬৯)

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর, মৌজা : প্রাননাথপুর,

জে.এল নং : ৬৩।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
২৭১৫	১.৫৩
মোট =	১.৫৩ একর।

জমির পরিমাণ : ১.৫৩ একর।

কবীর মাহমুদ

উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৩৮/চার/৬৬-৬৭
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৬-৬৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা : খামার
বাড়বাড়ী, জে,এল নং : ১০৭।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৪০৪	০.৪৪
৪৯৭	১.৪০
মোট=	১.৮৪ একর।

জমির পরিমাণ : ১.৮৪ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-১৬/২/৭৩-৭৪
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-০৬-৭৪ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : বিরল, মৌজা : শ্রীকৃষ্ণপুর,
জে,এল নং : ২০৬।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৩২১	০.২১
৩২২	০.৬৫
৩২৪	০.১৩
৩২৩	০.১৬
৩৩১	০.১৮
৩৩১/৫৮৮	০.০৯
৩৩২	০.০৮
৩২৭	০.২৪
৩২৮	০.২৫
৪৩৬	০.১০
৪৩৭	০.৩০
৪৩৮	০.১১
৪৪৪	০.০৭
৪৪৫	০.২৭
৪৪৬	০.০২
৪৪৭	০.৫০
৪৫০	০.০৩
৪৪১	০.১৯
৫২৬	০.০৩
৫২৭	০.০৬
৫২৮	০.২৭
৫২৯	০.০৪
৫৩১	০.০৬
৫৩২	০.০৯
৫৩৩	০.১৪
৫৪০	০.৪৪
৫৪৫	০.৪২
৫৫০	১.১২
৫৫৪	০.২৫
৫৬৬	০.০৮
৫৬৭	৪.০৬
৫৯০	০.০৯
৫৯৬	০১
৪৫৮	০২
মোট=	১০.৭৬ একর

জমির পরিমাণ : ১০.৭৬ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০৫/২/৭৩-৭৪
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৬-৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা : দাইনুর, জে,এল নং : ১৯১।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৬৫০	০.২২
১৬৫১	০.৪১
২৭০১	০.০৪
২৭০৩	০.৩৩
মোট=	১.০০ একর

জমির পরিমাণ : ১.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-২৫/দুই/৭৫-৭৬
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৮-৭৬ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : বীরগঞ্জ, মৌজা : সুজালপুর, জে,এল নং : ১৬৮।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৯০৬	১.০০
মোট	১.০০ একর

জমির পরিমাণ : ১.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০১/দুই/৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৪-৮০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : হাকিমপুর, মৌজা : বাসুদেবপুর, জে,এল নং : ১৫।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৫৯৪	০.২০
৫৭৮	০.১৩
মোট	০.৩৩ একর

জমির পরিমাণ : ০.৩৩ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৫৫/চার/৬৫-৬৬
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০১-০৫-৬৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : বীরগঞ্জ, মৌজা : কাশিমনগর,
জে,এল নং : ৯৭।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১১০২	০.৩৩
১১২৭	০.২০
মোট	০.৫৩ একর

জমির পরিমাণ : ০.৫৩ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৯৭২	০.৩৩
৯৫৩	০.৬৬
৯৫৫	০.৩৪
৯৫১	০.৫৫
১৪৭৪	০.০২
৯৬২	০.০৩
৯৬৭	০.০৫
৯৮৩	০.০২
৮১৫	০.০৬
৯৭৩	০.০২
৬৬৭	০.০৯
মোট	৩.০০ একর

জমির পরিমাণ : ৩.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৬৫/চার/৬৩-৬৪
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০৪-৭৬ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : হাকিমপুর, মৌজা : বাসুদেবপুর,
জে,এল নং : ১৫।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৯৫৪	০.২১
৯৫৭	০.০৩
৯৬৯	০.১৭
৯৭১	০.৩৩
৯৭০	০.০৯

এল, এ কেস নং-৭৯/দুই/৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-০৮-৭৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা :
দিনাজপুর, জে,এল নং : ৬৬।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৬১	১.০০
মোট	১.০০ একর

জমির পরিমাণ : ১.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-২১/দুই/১৯৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০৬-৭৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : ফুলবাড়ী, মৌজা : গড়
পিঙ্কলাই, জে,এল নং : ৭৫।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৯০০	০.৭৭
৯০১	০.২৮
৯০২	০.৪০
৯০৯	০.৯০
৯১১	০.৬০
৯১২	০.০৫
৯১৩	০.৪২
৯১৪	০.০৪
৯২৭	০.২৮
৯৩৩	০.০৪
৯৩৪	০.১১
৯৩৫	০.০৮
৯৩৬	০.০৩
৯৩৭	১.১০
৯৩৮	০.৩৪
৯৩৯	০.২৬
৯৪০	১.০৮
৯৪১	০.৪৪
৯৪২	০.৪২
৯৮৫	০.০৪
৯৮৬	০.০৫
৯৮৭	০.১২
৯৮৮	০.০৮
১৫৫৭	০.৪৮

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৫৫৮	০.২০
১৫৫৯	০.৮৮
১৫৬৩	০.৫৫
১৫৬৪	০.১৮
১৫৬৫	০.৪৫
৯৩৩	০.১৯
১৭১৬	
মোট=	১০.৮৬ একর

জমির পরিমাণ : ১০.৮৬
একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৪৩/দুই/৭২-৭৩
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৭-০৯-৭৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : নবাবগঞ্জ, মৌজা : তর্পনঘাট,
জে,এল নং : ৭২।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৫৫৩	সম্পূর্ণ
৫৫৫	সম্পূর্ণ
৫৫১	আংশিক
৫৫৪	আংশিক
৫৬১	আংশিক
মোট	৬.০০ একর

জমির পরিমাণ : ৬.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৪৫/চার/৬৪-৬৫
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৮-১২-৬৬ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : বীরগঞ্জ, মৌজা : মাজবোয়াল,
জে,এল নং : ৫৭।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৬৩	০.১২
১৬৪	০.১৪
১৬৫	০.০৮
১৬৬	০.১২
১৬৭	০.০৩
১৮৩	০.১৫
১৮৪	০.১০
১৮২	০.০৩
১৮৫	০.২০
১৮৯	০.০৫
১৯০	০.০৭
২১১	০.০৩
২৩৯	০.০৮
২৪০	০.১২
২৪১	০.০৮
২৪৫	০.০৩
২৪৮	০.০৪
২৪৯	০.০৬

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
২৪৬	০.০৩
১৯২	০.১২
১৯১	০.১২
মোট=	১.৮০ একর

জমির পরিমাণ : ১.৮০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০৭/দুই/৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০২-০২-৭৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : সদর, মৌজা : মির্জাপুর, জে,এল
নং : ৬৪।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৭৪	০.১৪
৭৫	০.৩৩
৬৭	০.১৬
৬৯	১.৩০
৭৩	০.৫০
মোট=	২.৪৩ একর

জমির পরিমাণ : ২.৪৩ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০৪/দুই/৭৩-৭৪
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০৭-৭৬ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর,
মৌজা : শ্রীচন্দ্রপুর, জে,এল নং : ১৪১।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৮১৩	০.২০
১৮৩৩	০.০৬
মোট=	০.২৬ একর

জমির পরিমাণ : ০.২৬ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০৬/দুই/৭৩-৭৪
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৬-৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত

হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : সাবেক ফুলবাড়ী/বর্তমান বিরামপুর, মৌজা : অচিত্তপুর, জে,এল নং : ১৯৩।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
১১৫৯	০.১৭	দখলনামা নাই।
১১৬০	০.৩৩	
১১৬১	০.৫০	
মোট=	১.০০ একর	
জমির পরিমাণ : ১.০০ একর।		

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৪১/চার/৬৬-৬৭
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৫-৬৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : পার্বতীপুর, মৌজা : খামার জগন্নাথপুর, জে,এল নং : ৩৯।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১০৭০	১.০০
মোট=	১.০০ একর

জমির পরিমাণ : ১.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৩১/দুই/৭২-৭৩
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-০৭-৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : চিরিরবন্দর, মৌজা : সরস্বতীপুর, জে,এল নং : ১৩৫।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৩০৮	০.৪০
৩০৯	০.৩০
৩১০	০.৩০
মোট=	১.০০ একর

জমির পরিমাণ : ১.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৪৪/দুই/৭৭-৭৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-০৫-৭৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : ঘোড়াঘাট, মৌজা : দক্ষিণ দেবীপুর, জে,এল নং : ৫৫।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
৪	০.০৩	দখলনামা নাই। এওয়ার্ড বহি দৃষ্টে দাগ ও পরিমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে
৫	০.১০	
২৮	০.১৬	
৪৩	০.০১	
৪৪	০.০৬	
৪৮	১.৩৫	
১৯৮	০.১১	
১৯৯	০.২৮	
২০০	০.০৪	
২০১	০.৩০	
২০২	০.০২	
২০৪	০.৮৬	
২০৫	০.০৪	
২০৬	০.১০	
২০৭	০.৪৪	
২১৫	০.৩৮	
২১৬	০.৮২	
২২৫	০.০২	
২২৬	০.০৩	
২২৭	০.০৮	
২২৮	০.০৩	
২২১	০.০৭	
২২৩	০.০৪	
মোট	৫.৩৭ একর	

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : ঘোড়াঘাট, মৌজা : নুরপুর, জে,এল নং : ৫৬।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১০৪	০.০৯
১১৩	০.১০
১৪৬	০.২৬
১৪৮	০.০৮
১৪৯	০.০৫
১৫২	০.১৩
১১৪	০.০৬
মোট	০.৭৭ একর

মোট জমির পরিমাণ : (৫.৩৭ একর+০.৭৭ একর)=৬.১৪ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০৮/দুই/৭৬-৭৭
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৬-০১-৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : হাকিমপুর, মৌজা : হাকিমপুর,
জে,এল নং : ৭০।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৭৫	০.৩৩
১৭৯	০.১৯
১৮০	০.০৫
১৮১	০.৩৫
১৮২	০.৭৬
১৮৩	০.২০
১৮৪	০.৭৬
১৮৫	০.৩৬
মোট=	৩.০০ একর

জমির পরিমাণ : ৩.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০২/চার(জি)/৬৮-৬৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: দিনাজপুর, উপজেলা: দিনাজপুর সদর, মৌজা:
নিমনগর।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
২১১	০.২১	৩ ধারা পাওয়া যায়নি। দখলনামা নাই।
২১৮	০.১৫	
২১৭	১.৪৬	
২১৯	০.০৯	
১০৫	০.০৩	
২০৯	০.১৮	
২২৫	০.৬৫	
২২৭	০.০২	
মোট=	২.৭৯ একর	

জমির পরিমাণ : ২.৭৯ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৩২/দুই/৭২-৭৩
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৬-৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা : সুন্দরা, জে,এল নং-১২৮।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
২২৩	০.২১
২৬৭	০.৫৮
২৬৯	০.২৬
২৭০	০.১৫
২৭১	০.৩৩
মোট=	১.৫৩ একর

জমির পরিমাণ : ১.৫৩ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৫৮/চার/৬৩-৬৪
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০৩-৬৪ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা : খামার কাচাই, জে,এল নং-৬৫।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৫৭৯	০.১১
৫৮১	০.৭২
৫৮২	০.১২
মোট=	০.৯৫ একর

জমির পরিমাণ : ০.৯৫ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৩১/দুই/৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৫-৭৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : পার্বতীপুর, মৌজা : মধ্যপাড়া, জে,এল নং-১৮০।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৬৪৯	০.২৭
৬৫০	০.২৯
৬৫১	০.২৬
৬৫২	০.৫৩
৬৫৩	০.৪৫
মোট=	১.৮০ একর

জমির পরিমাণ : ১.৮০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৩৫/চার/৬৫-৬৬
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-০৩-৬৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : ফুলবাড়ী, মৌজা : খাজাপুর,
জে,এল নং-০৯।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
২৫৩১	০.১০
মোট=	০.১০ একর

জমির পরিমাণ : ০.১০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৬৬/চার/৬৪-৬৫

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু নিম্ন
তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি
(জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর
৩ ধারা মোতাবেক ১৮-১১-৬৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা
হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন
রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা
মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/
সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত
হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা
হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা :
ঘুঘুড়াংগা, জে,এল নং-১২২।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১০৪৭	১.০৮
১০৪৮	০.২৭
১০৪৯	০.২৪
১০৫২	২.১৭
মোট	৩.৭৬ একর

জমির পরিমাণ : ৩.৭৬ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০৭/দুই/৮০-৮১

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন
তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি
(জরুরী) হুকুমদখল আইন, (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর
৩ ধারা মোতাবেক ০৩-০১-৮১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা
হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন
রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা
মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/
সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত
হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা
হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : ফুলবাড়ী, মৌজা : সুজাপুর,
জে,এল নং-৫৩।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
২৬৯, ২৭৭	০.৫০
মোট	০.৫০ একর

জমির পরিমাণ : ০.৫০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-০৭/দুই/৭৩-৭৪

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
‘ঘ’ ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন
তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি
(জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর
৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০৮-৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা
হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন
রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা
মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/
সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম
দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : ফুলবাড়ী, মৌজা : আমড়া,
জে,এল নং-১৫৪।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
৭৯১	০.০৯	দখলনামা নাই।
৭৯৫	০.০৬	
৭৯৪	০.৩৫	
৭৯৮	০.৫০	
মোট	১.০০ একর	

জমির পরিমাণ : ১.০০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
১২৫৯	০.১০	রোয়েদাদ বহি হতে সংগৃহীত।
১২৪৪	০.১২	
১২৬১	০.১২	
১২৬২	০.০১	
১২৯৫	০.০২	
১২৯৬	০.০৪	
১২৯৭	০.০৬	
মোট	১.৪০ একর	

জমির পরিমাণ : ১.৪০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-১৮/২/৭৬-৭৭

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

এল, এ কেস নং-১০৪/৪/৬৪-৬৫

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০১-০৫-৬৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : বীরগঞ্জ, মৌজা : দামাইক্ষেত্র,
জে, এল নং-৪৮।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
৯১৫	০.০৩	রোয়েদাদ বহি হতে সংগৃহীত।
৯১৬	০.১০	
৯১৭	০.০৮	
৯১৮	০.০৬	
৯৮৭	০.২৫	
৯৮৮	০.০২	
১২৫২	০.১৮	
১২৫৭	০.০৬	
১২৫৮	০.১৫	

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : ফুলবাড়ী, মৌজা : কানাহার,
জে,এল নং-৫২।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
২১১	০.৭৮	৫(১) ধারা হতে সংগৃহীত। দখলনামা নাই।
২১২	০.৩৪	
২১৮	০.২৮	
২১৭	২.০৮	
২১৭/৩২২	০.৩০	
২১০	০.১০	
মোট	৩.৮৮ একর	

জমির পরিমাণ : ৩.৮৮ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৩০/২/৭৬-৭৭
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০৮-৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: দিনাজপুর, উপজেলা: দিনাজপুর সদর, মৌজা: মির্জাপুর, জে,এল নং-৬৪।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৩০	০.২৪
৩৭/১৫৭	০.৬৩
৩৭	০.১০
মোট	০.৯৭ একর

জমির পরিমাণ : ০.৯৭ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-১৯/৪/৬৮-৬৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১০-০৭-৬৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা : হামজাপুর, জে,এল নং-১০৪।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৬৪	০.২০
২১৪	০.০৮
২২৯	০.০৩
২৩০	০.০৩
২৩১	০.১৭
২৩৪	০.০৬
২৪১	০.০৩
২৪২	০.০২
২৪৩	০.০৯
২৪৪	০.০৪
২৪৫	০.১৪
২৪৬	০.০২
২৪৭	০.৫১
২৪৮	০.০৫
২৪৯	০.০৭
২৫০	০.০৯
২৫১	০.২৬
২৫৫	০.০৮
২৫৭	০.০৯
২৫৮	০.১০
২৫৯	০.০৮
২৬০	০.৩৬
২৬১	০.০৫
২৬২	০.০২
২৬৩	০.০৫
২৬৪	০.৩৬
২৬৫	০.০৩
২৬৬	০.০৬
২৬৭	০.০৩
২৬৮	০.১৬
২৬৯	০.০৬
২৭০	০.১২
২৭১	০.০৯
২৭২	০.১৭
২৭৩	০.০৬
২৭৪	০.৫৪

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
২৭৬	০.০৬
২৭৭	০.০৪
২৭৮	০.০৬
২৭৯	০.০১
২৮০	০.০১
২৮১	০.০২
২৮২	০.০৯
২৮৩	০.০২
২৮৪	০.০৩
২৮৫	০.০২
২৮৬	০.১০
২৮৭	০.১০
২৮৮	০.২৪
২৮৯	০.১০
২৯০	০.১০
২৯১	০.১৯
২৯২	০.০৭
২৯৩	০.০৬
২৯৬	০.০৩
২৯৭	০.১২
২৯৮	০.৬১
২৯৯	০.০৬
৩০০	০.১৮
৪৬৯	০.০৪
৫২১	০.০৬
মোট =	৬.৮২ একর

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা :
মাসিমপুর, জে,এল নং-১০৯।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৩২৪	০.৩৪
৩২৫	০.০৩
৩২৬	০.৩৫
৩২৭	০.৫১
৩২৮	০.১৫
৩২৯	০.৩৬
৩৩০	০.২৪
৩৩১	০.১৪
৩৩২	০.৩৯
৩৩৩	০.২৪
৩৩৪	০.১৭

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৩৩৫	০.১৬
৩৩৬	০.১৯
৩৩৭	০.১৯
৩৩৮	০.২১
৩৩৯	০.৭০
৩৪০	০.৬০
৩৪১	০.৩১
৩৪২	০.১৯
৩৪৩	০.০৬
৩৪৪	০.২৪
৪১২	০.৪৫
৪১৩	০.৩৪
৩৪৫	০.২৪
৩৪৬	০.৩৭
৩৪৭	০.০৭
৩৪৮	০.০৪
৩৭৯	০.০৯
৩৮০	০.০৬
৪০৩	০.০৫
৪০৪	০.১৬
৪০৭	০.০৯
৪০৮	০.১০
৪১১	০.৪৩
৪১৪	০.০৪
মোট =	৮.৩০ একর

সর্বমোট=(৬.৮২+৮.৩০)=১৫.১২ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৪৪/২/৭২-৭৩

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন
তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি
(জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩
ধারা মোতাবেক ১৫-০৮-৭৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল
করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন
রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা
মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/
সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : চিরিরবন্দর, মৌজা : চিরিরবন্দর, জে,এল নং-৬১।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৯৭১	০.৪৬
৯৭২	০.৫৪
৯৬৭	০.৪৬
৪২০২	০.৬৬
৪১৯৯	০.৫২
৯৬৪	০.৮৪
৯৬৫	০.২৪
৯৬৬	১.৯১
৯৭৪	০.৫৭
৯৭৩	০.০৮
৪১৮০	০.২০
৪১৯৮	০.৩৪
৪২০৩	০.০৫
৪২০৫	০.০৯
১২১৩	০.০৪
১২১৬	০.১২
মোট =	৭.১২ একর

জমির পরিমাণ : ৭.১২ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৩৩/৪/১৯৬৭-৬৮
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ
'ঘ' ফরম

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩১.০০.০০০০.৪৭.৩৪.০০৮.২১-২৯২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-০২-৬৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা : দিনাজপুর, উপজেলা : দিনাজপুর সদর, মৌজা : পরমেশ্বরপুর, জে,এল নং-২১২।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৩৩	০.৩৮
১৬৬	০.৪২
মোট =	০.৮০ একর

জমির পরিমাণ : ০.৮০ একর।

কবীর মাহমুদ
উপসচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৩ (শুষ্ক)
আদেশ

তারিখ : ০৩ আশ্বিন ১৪২৯/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০০৪.২২-১২৩—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০১ আগস্ট ২০২১ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০১১.০১.০৩৫. ২০২০-৩৯৮ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে মুহাম্মদ মামুন মিয়া সরকার, রাজস্ব কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট {(সাবেক রাজস্ব কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), কাস্টম হাউস, ঢাকা)}-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালায় বিধি-৪(২)(ঘ) মোতাবেক তার বর্তমান বেতন (স্কেলের) গ্রেডের ০২ (দুই) ধাপ নিম্নস্তরে তার বেতন অবনমিত করার সাজা আরোপ করা হয়।

২। অতঃপর মুহাম্মদ মামুন মিয়া সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আরোপকৃত দণ্ড পুনঃ বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবর আপিল আবেদন দাখিল করেন। আপিল আবেদন গ্রহণপূর্বক গত ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে আপিল শুনানী গ্রহণ করা হয়।

৩। মুহাম্মদ মামুন মিয়া সরকার এর বিরুদ্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দণ্ডদেশ, আপিল শুনানীতে তার জবাব এবং বিভাগীয় মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এতদসংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, মুহাম্মদ মামুন মিয়া সরকার এর বিরুদ্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভাগীয় মামলা পরিচালনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, অভিযোগের উপর প্রাপ্য তথ্যাদি যথার্থ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রদত্ত দণ্ডদেশ মাত্রাতিরিক্ত নয় বিধায় ন্যায় বিচার ব্যহত হয়নি।

৪। এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২১ (ক) মোতাবেক মুহাম্মদ মামুন মিয়া সরকার, রাজস্ব কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট {(সাবেক রাজস্ব কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), কাস্টম হাউজ, ঢাকা)} এর আপিল আবেদন না মঞ্জুর করা হলো।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৯/০৬ অক্টোবর ২০২২

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-৩৪২—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ৯(১)(খ) ধারা অনুযায়ী জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে ‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি’ ক্যাটাগরিতে জনাব মাকছুমা আকতার বানু যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে উক্ত কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো।

২। জনাব মাকছুমা আকতার বানু-এর পরিচালক হিসেবে জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর বোর্ডে যোগদানের তারিখ আবশ্যিকভাবে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হ’ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আদেশ

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪২৯/০৩ অক্টোবর ২০২২

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৩৬.২২-৩৩৬—যেহেতু, জনাব আলিমুল রাজী, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), মাননীয় নির্বাচন কমিশনার-২ এর দপ্তর, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম রাশেদা সুলতানা এর সাথে মারাত্মক অসদাচরণ করেছেন। তার এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার উক্তরূপ কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী “অসদাচরণ” এর শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদপ্রেক্ষিতে, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী “অসদাচরণ” এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং- ১৪/২০২২ রুজু করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামায় জনাব আলিমুল রাজী, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), মাননীয় নির্বাচন কমিশনার-২ এর দপ্তর, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা-কে কারণ

দর্শালে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। গত ২৬-০৭-২০২২ তারিখে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের নিমিত্ত হাজিরা দাখিল করেন এবং তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন জনাব আলিমুল রাজী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), মাননীয় নির্বাচন কমিশনার-২ এর দপ্তর, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা মৌখিক বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন না। তার পারিবারিক সমস্যা ছিল এবং তার স্ত্রী কে উদ্দেশ্য করে বকা দেয় এবং মোবাইল খোলা থাকায় কমিশনার মহোদয় শুনেন ফেলেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থী হয়ে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি চান;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব আলিমুল রাজী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), মাননীয় নির্বাচন কমিশনার-২ এর দপ্তর, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ সংগঠিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী তিনি “অসদাচরণ” এর দোষে দোষী এ কারণে তার বিরুদ্ধে আনীত “অসদাচরণ” এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী তার বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। একই সাথে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল। বিএস আর পার্ট-১ এর বিধি ৭২(এ) অনুযায়ী তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হল এবং সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে।

মোঃ কামাল উদ্দিন বিশ্বাস
যুগ্মসচিব (প্রঃ ও অঃ)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ : ০৩ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৯৩/২০২২-৫২৪—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব শিরীন ফেরদৌসী, পিতা-মৃত মোঃ জালাল উদ্দিন খোশনবীশ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৯১/২০২২-৫২২—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব আহসান হাবীব, পিতা-সালেহ আহাম্মদ কবির-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ২৭-০২-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৯২/২০২২-৫২৩—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, পিতা-মোঃ আঃ খালেক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৬ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : ঢাকা জেলার দোহার পৌরসভাটি 'খ' শ্রেণি হতে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় উক্ত পৌরসভায় কর্মরত নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম-কে ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে গণ্যকরণ প্রসঙ্গে।

নং বিচার -৭/২এন-২৫/২০১২-২৫৫—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সাব-রেজিস্ট্রার, দোহার, ঢাকা এর প্রতি-বেদনের আলোকে ঢাকা জেলার দোহার পৌরসভাটি 'খ' শ্রেণি হতে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় ও উক্ত পৌরসভায় কর্মরত নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব রফিকুল ইসলাম ৯ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর

বিধি ১৩ (খ) অনুযায়ী তাঁকে দোহার পৌরসভার ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো।

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৮ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৩ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.২৯৭—ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৯ জুলাই, ২০২২ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.২৯৭ নম্বর স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ৪ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত ফেনী জেলার ফেনী সদর উপজেলার ৬২ নম্বর বিরিঞ্চি মৌজার চূড়ান্ত স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তির সংশ্লিষ্ট অংশটুকু এতদ্বারা স্থগিত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
যুগ্মসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
(বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ আশ্বিন ১৪২৯/১৯ সোপ্টেম্বর ২০২২

নং ৪৫.০০.০০০০.১৬২.৯৯.০১০.২১-২০৬—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা হতে গত ০৯-১২-২০২১ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৬২.৯৯.০১০.২১-২৯২ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকা পরিচালনার লক্ষ্যে এর পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো:

সভাপতি

(ক) অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা, প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, বিএসএমএমইউ

সদস্যবৃন্দ

(খ) অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা, বিশিষ্ট অনুজীব বিজ্ঞানী ও গবেষক, নির্বাহী পরিচালক, চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা

(গ) অধ্যাপক ডা: সঞ্জয় কুমার দে, চেয়ারম্যান, নিউনেটোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

(ঘ) সাবিনা আলম, অতিরিক্ত সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(ঙ) মোহাঃ নায়েব আলী, যুগ্মসচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(চ) ড. আবদুর রহিম, যুগ্মসচিব (বাজেট-৫) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(ছ) জনাব বিশ্বজিৎ দেবনাথ, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

- (জ) ডা. মোঃ ফরিদ হোসেন মিয়া, পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
- (ঝ) অধ্যাপক এম এ আজিজ, কাউন্সিলর, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি), ঢাকা
- (ঞ) ১। ডা: শাহ মুহাম্মদ মোস্তাকিম বিল্লাহ, অধ্যাপক, রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকা

২। ডা: মাকছুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, নিওনেটাল মেডিসিন (নিওনেটলজি) বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকা

- (ট) অধ্যাপক তাহমিনা বেগম, শিশু বিশেষজ্ঞ
- (ঠ) ডা: মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)

সদস্য সচিব

- (ড) পরিচালক, শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট (পদাধিকারবলে), যিনি সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

২। পরিচালনা বোর্ডের কার্যপরিধি:

- (ক) সভাপতি ও বোর্ডের মনোনীত কোনো সদস্য সরকার বরাবরে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন; তবে সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এই পদত্যাগ কার্যকর হইবে না; তাহা ছাড়া সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সময়, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া, সভাপতি ও সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।
- (খ) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোনো একজন ব্যক্তিকে বোর্ডের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে, তবে কো-অপ্ট সদস্যের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।
- (গ) কোনো কারণে সভাপতি তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে বা সভাপতির পদ শূন্য হইলে, সভাপতি দায়িত্ব পালনে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত বা শূন্য পদে নূতন সভাপতি নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সরকার বোর্ডের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্যকে সভাপতির দায়িত্ব পালনের আদেশ প্রদান করিবেন; তবে এইরূপ আদেশের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।
- (ঘ) সভাপতি শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনো কারণে একাধারে ৬ (ছয়) মাস দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, তাহার পদ শূন্য হইবে এবং শূন্য পদে নূতন সভাপতি নিয়োগ করিতে হইবে।
- (ঙ) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।
- (চ) কোনো ব্যক্তি একাধারে ২ (দুই) মেয়াদের বেশি সভাপতি পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন না।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শাখা-৬

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৩ আশ্বিন ১৪২৯/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২২-৫৮৬—এতদ্বারা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-শা: ৬/প্রত্ন: অধি: ১৯/৯৭ (অংশ-১)/৭৭৯ মোতাবেক খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার ধোপাখোলা গ্রামের ‘তিন গম্বুজ মসজিদ’টি পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষিত ঘোষণা সংক্রান্ত, ২৫ মার্চ ১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনটি The Antiquities Act 1968 (Amendment-1976) এর ১১ (১) ও ১১ (২) ধারা অনুযায়ী বাতিল করা হলো।

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২২-৫৮৭—এতদ্বারা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-শা: ৬/প্রত্ন: অধি-১০/৯৭/৫২ মোতাবেক যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ‘কায়েম কোলা মসজিদ’টি পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষিত ঘোষণা সংক্রান্ত, ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনটি The Antiquities Act 1968 (Amendment-1976) এর ১১ (১) ও ১১ (২) ধারা অনুযায়ী বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ শৃঙ্খলা শাখা প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ আশ্বিন, ১৪২৯/১৩ অক্টোবর, ২০২২

নং ৫৯. ০০.০০০০.১১৭.২৭.০৬৩.২১-২১৮—যেহেতু, জনাব অমিতা দে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (লিভ রিজার্ভ), অর্থ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, বিগত ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন যা ৬০ (ষাট) দিনের অধিক; এবং উক্ত কার্যকলাপে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং জন সাধারণ পরিবার পরিকল্পনা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে;

২। যেহেতু, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা. ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’-এর অভিযোগ আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৫৬/২১ রঞ্জু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ১২-০৯-২০২১ তারিখের ৫৯.০০.০০০০. ১১৭.২৭.০৬৩.২১-৩৭৮ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ০২-০৮-২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেন, তার দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উচ্চতর চিকিৎসার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০১-০৬-২০১৬ তারিখ হতে ২৫-০৬-২০১৮ পর্যন্ত চিকিৎসাজনিত কারণে আমেরিকার নিউইয়র্কের আলবেনী শহরে অবস্থান করেন। ছুটি শেষ হওয়ায় এবং অন্যান্য চিকিৎসাজনিত কারণে (অন্যান্য শারীরিক সমস্যা) তিনি ২৬-০৬-২০১৮ হতে ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করেন। কিন্তু তার ছুটির আবেদনের বিষয়ে তিনি কোন মঞ্জুরিপত্র পাননি। ইতোমধ্যে গত ২৭-০১-২০২০ তারিখে নিউইয়র্কের আলবেনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৬-২০১৮ হতে ২৫-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতির সময়কে ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করার নিমিত্ত অভিযুক্তের ০৭-০৯-২০২১ তারিখের আবেদনটিও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক না-মঞ্জুর করা হয়। অভিযুক্ত বলেন, কিডনি প্রতিস্থাপনের পর হতে ইউরেনারি ট্রাস্ট ইনফেকশন, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়া এবং তার ফলে ফুসফুসে রক্ত জমাট বাধায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। চিকিৎসকরা তাকে বিশ্রামে থাকা ও নিয়ন্ত্রিত চলাচল এবং কাজকর্ম করার নির্দেশনা দেন। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থার কারণে দাণ্ডরিক কাজকর্ম করা, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি মানসিকভাবেও যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়ে অপারগ হয়ে পড়েছেন। ফলে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে যথাযথ কর্মদক্ষতা দেখানো তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই তিনি তার অনুপস্থিত কালকে ছুটি হিসেবে গণ্য করে তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব অমিতা দে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (লিভ রিজার্ভ), অর্থ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩ এর ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে এবং যেহেতু তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন।

৫। সেহেতু, সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে মানবিক বিবেচনায় জনাব অমিতা দে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (লিভ রিজার্ভ), অর্থ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর দফা ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ ও পলায়ন'র অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল তার ছুটি পাওনা সাপেক্ষে গড় বেতনে, অর্ধগড় বেতনে এবং বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো। এক্ষেত্রে দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে বর্ণিত কর্মকর্তাকে ২৬-০৬-২০১৮ থেকে ০৩-১০-২০১৮ পর্যন্ত গড় বেতনে, ০৪-১০-২০১৮ থেকে ০২-০১-২০১৯ পর্যন্ত অর্ধগড় বেতনে এবং ০৩-০১-২০১৯ থেকে ১১-১০-২০২২ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুরের আদেশ প্রদান করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ সাইফুল হাসান বাদল
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৯/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.৩১.০১৫.২১-৫৩৬—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বান্দরবান সদর, বান্দরবান কর্তৃক প্রকৃত ঠিকাদারকে বিল প্রদান না করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ভুয়া ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ দেখিয়ে ৮,৭৮,১৮১/- টাকা আত্মসাতের একটি অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক মামলার ফলাফল দুর্নীতি দমন কমিশনকে জানানোর জন্য এ মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, তাঁকে বিধি অনুযায়ী কেন বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে জানানোর জন্য পত্র দেওয়া হয়। কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। কর্মকর্তার জবাব এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রেরিত পত্রে বর্ণিত বিষয়টি পরস্পর বিরোধী হওয়ায় নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল হক কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, “অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আজিজ ফয়সাল নার্সারী পুকুর উন্নয়ন এবং ক্যাচিং মং মার্মা বুমাঝিড়ি নার্সারী পুকুর উন্নয়ন কাজের কোটেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র জালিয়াতির মাধ্যমে পরিবর্তন এবং বিলের টাকা আত্মসাতের বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। তবে দুদকের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার মধ্যস্থতায় আলোচনা-সমঝোতার মাধ্যমে প্রয়াত উচনু মারমার স্ত্রী মিসেস লিপি প্রু মারমাকে টাকা পরিশোধ এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রবাহে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন সম্পৃক্ত ছিলেন। ঠিকাদারের কাজের সাথে একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তার এরূপ সম্পৃক্ততা শৃঙ্খলা পরিপন্থী ও অসদাচরণের সামিল।” তদন্ত কর্মকর্তার এরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে, তিনি অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। গত ৩০-০৮-২০২২ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি, অন্যান্য দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত অভিযোগকারীর স্বামী অভিযুক্তের দাবীর বর্ণিত কাজের কার্যাদেশই পায়নি। কাজের বিল অন্য ব্যক্তিকে পরিশোধের কোনো সুযোগই ছিল না। প্রকল্প দপ্তর রাজস্বমাটি। একটি কার্যাদেশে মিসেস লিপি প্রু মারমার স্বামী এই প্রকল্পের একটি কাজ করেন। ঐটির জামানত বকেয়া ছিল। জামানত দেয়ার ক্ষেত্রে কাজের গুণগত মান পরিদর্শন ব্যতিরেকেই ঐ বিল পরিশোধে সুপারিশের /NOC প্রদানের জন্য চাপ দিলে তা সম্পন্ন না করে বিল প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে মিথ্যা অভিযোগ এনে অভিযুক্তকে হরানি করা হয়;

সেহেতু, অভিযোগকারীর স্বামী কার্যাদেশ না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে অর্থ পরিশোধ না করায় অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে, অভিযোগের সত্যতা না থাকায় বিভাগীয় মামলা অগ্রসরের কারণ না থাকায় মামলাটি নিষ্পত্তি করে অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৩১ কার্তিক ১৪২৯ ব./১৬ অক্টোবর ২০২২

নং ৩৬.০০.০০০০.০৮১.১৪.০১৩.১৭ (খন্ড-২)-১৯৫—শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাব্যয়ী ‘সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪ টি বাফার গুদাম নির্মাণ, - শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০টি গুদামের জন্য জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নির্দেশক্রমে নিম্নরূপ টার্মফোর্স গঠন করা হলো:

সভাপতি

- ১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), শিল্পমন্ত্রণালয়
সদস্যবৃন্দ
- ২। যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়
- ৩। পরিচালক (পরিকল্পনা), বিসিআইসি
- ৪। শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি
- ৫। আইএমইডি’র প্রতিনিধি
- ৬। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি
সদস্যসচিব
- ৭। প্রকল্প পরিচালক, ‘সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪ টি বাফার গুদাম নির্মাণ’-শীর্ষক প্রকল্প।

কার্যপরিধি:

- কমিটি যে ১০ টি স্থানে গুদামের জন্য জমি এখনও পাওয়া যায়নি সে সকল স্থানসমূহ পুনঃ যাচাইপূর্বক প্রয়োজনের নিরিখে স্থান নির্বাচন করে দ্রুত জমির প্রাপ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করবে;
- ১০ টি গুদামের জন্য জমির প্রাপ্যতার বিষয়টি আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে; এবং
- কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(সঞ্জয় কুমার ঘোষ)

সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ১৭ আশ্বিন ১৪২৯/ ০২ অক্টোবর ২০২২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২-১২৫৬—নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার মামলা নং-২০, তারিখ: ০৭/০৩/২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীর সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৬(২)/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায় তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{সংশোধনী,২০১২} ও (সংশোধনী ২০১৩)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২-১২৫৫—ঢাকা জেলার উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-০৭(০৫)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীর সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায় তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{সংশোধনী,২০১২} ও (সংশোধনী ২০১৩)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২-১২৫১—ফেনী জেলার ফুলগাজী থানার মামলা নং-১৩, তারিখ: ২৮/১০/২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীর সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৮/৯(২) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায় তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{সংশোধনী,২০১২} ও (সংশোধনী ২০১৩)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২-১২৫০—নোয়াখালী জেলার সুধারাম মডেল থানার মামলা নং-৬৩, তারিখ: ২৯/১০/২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীর সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৮/৯(৩)/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায় তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{সংশোধনী,২০১২} ও (সংশোধনী ২০১৩)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২-১২৪৯—নাটোর জেলার সিংড়া থানার মামলা নং-১২, তারিখ: ৩০/০৪/২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীর সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায় তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{সংশোধনী,২০১২} ও (সংশোধনী ২০১৩)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২-১২৪৮—চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার মামলা নং-১৪, তারিখ: ১৬/০৭/২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীর সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও

(সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৭/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায় তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২-১২১৮—কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৫৫, তারিখ: ১৪/১০/২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী,

২০১২} ও (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৬/১০/১২/১৩/১৪ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায় তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৪ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/৩০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.২১০.১০(অংশ-১).৩৩৩—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলার ২০ (বিশ) টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করায় প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল।

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	এরিয়া (একরে)	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পিরুজালী	১	১৭৩৪.২৯	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
২	মাহোনা ভবানীপুর	২	৩০৬৬.৪৯	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৩	বোকরান মনিপুর	৩	১৬৬৩.২৬	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৪	বিশেয়া কুড়িবাড়ী	৫	২৩৫২.৭৮	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৫	ডগরী	৬	১৬২৮.২৬	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৬	মির্জাপুর	৮	৮৩৫.১১	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৭	ইটাহাটা	৬২	১৬২৪.৪৮	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৮	নওজুরী	৬৩	৬২৫.৩৫	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৯	কড্ডা নান্দুল	৬৪	৪৩২.৯৬	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১০	ইসলামপুর	৬৫	৬৪৫.৯৬	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১১	দক্ষিণ লক্ষর চালা	৭৩	১৪৬.৮৭	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১২	দক্ষিণ পানি সাইল	৮৪	৫৭৫.২৯	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১৩	ভিকনপুর	৮৫	৯৬.০৬	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১৪	সারাব	৮৬	৮৬৭.৪৯	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১৫	ভোগরা	৯৬	৬৭.৯২	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১৬	ছয়দানা	১৩০	১৮৩.৩৭	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১৭	সোভা	১৩১	৩৭৯.০৪	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১৮	বাদে কলমেশ্বর	১৪০	১৭২.৯৯	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১৯	কলমেশ্বর	১৪১	৪৪০.৯৯	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
২০	গাছা	১৭৩	৬৯৩.০৬	গাজীপুর সদর	গাজীপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
যুগ্মসচিব (জরিপ)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪২৯/ ০৯ নভেম্বর ২০২২

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.২২.০০১.২২.২১৬—Antimicrobial Consumption Surveillance সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে “National Guidelines on Antimicrobial Consumption (AMC) Surveillance in Bangladesh” শিরোনামে গাইডলাইনটি অনুমোদিত হয়েছে।

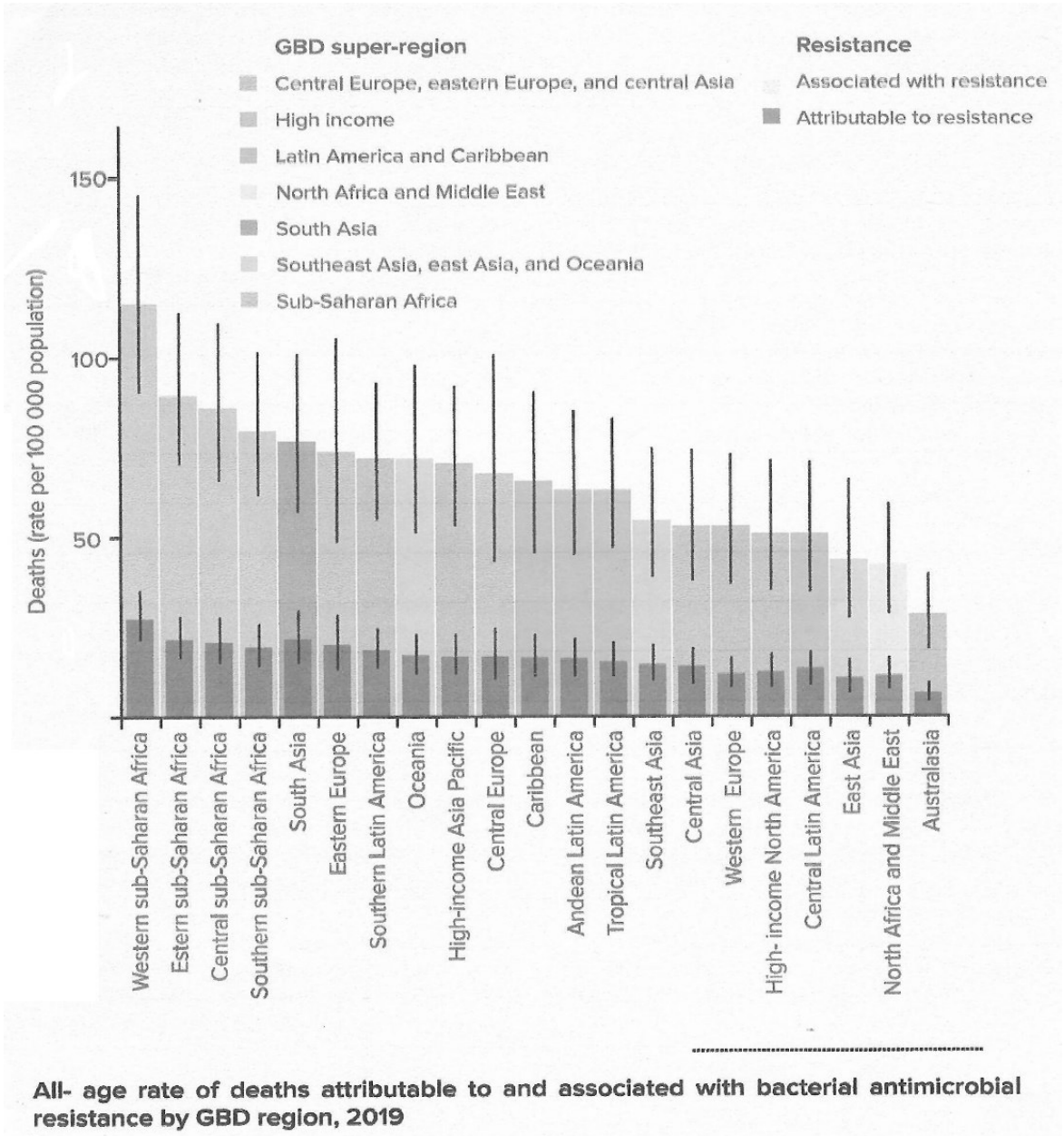
০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গাইডলাইনটি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব (ঔষধ প্রশাসন-১)।

1.0 Introduction

Antimicrobial resistance (AMR) is a global health and development threat. It requires urgent multisectoral action in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). WHO has declared that AMR is one of the top 10 global public health threats facing humanity. ‘Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis,’ The Lancet, 2022 published that every year 1.27 million people died on AMR. From this study it was found that five regions including all four regions of sub-Saharan Africa and south Asia had all-age death rates associated with bacterial AMR higher than 75 per 100000.



Surveillance is an essential tool to inform policies and infection prevention and control responses. Surveillance and monitoring are widely acknowledged as critical components of the response to antimicrobial resistance (AMR) and are one of the five strategic priorities of the Global Action Plan (GAP) on AMR. Through surveillance, countries can detect the emergence of AMR and collect the data on AMR prevalence and antimicrobial use (AMU) necessary to guide patient treatment, identify populations at risk, inform policy development and assess the impact of interventions.

1.1 Role of Surveillance data on Antimicrobial Consumption:

- Data on antimicrobial consumption provide an important basis for countries to better understand the patterns and amount of antimicrobials used at the national level, which can inform policies, regulations and interventions to optimize the use of antimicrobials.
- This surveillance shows the great variation in quantity and type of antimicrobials consumed between the included countries. While the observed variation may be due to the selection and coverage of data sources, it also reflects an actual difference in antimicrobial use.
- Findings from this report confirm the need to take action to ensure that antimicrobials are used appropriately, such as enforcing prescription-only policies and implementing antimicrobial stewardship programmes.
- Governments and the international community should also ensure equitable access to antimicrobials, for example through strengthening of regulatory frameworks, procurement and supply chains.
- The process of implementing national surveillance of antimicrobial consumption has prompted countries to review national regulations, procurement and supply chains of medicines as a starting point to strengthen overall pharmaceutical systems.
- Reporting and sharing data on antimicrobial consumption both nationally and internationally is an essential element of surveillance and provides important information in the global fight against antimicrobial resistance.

1.2 Global Response to Antimicrobial Resistance

The WHO global action plan on antimicrobial resistance (GAP) adopted in the World Health Assembly requested the all countries to formulate National Actional Plan (NAP) on AMR according to the GAP and outlined the strategic objectives to be achieved (*WHO, 2015*). The researcher and policy makers around the globe considered this issue a major threat to humanity and therefore United Nations General Assembly acknowledged the importance of collective initiative to promote sensible use of antimicrobials (*UN, 2016*).

Irrational use of antimicrobials was identified long before and number of interventions attempted to improve their use. Though World Health Organization (WHO) has taken initiative long before, very little progress has been achieved so far (*WHO, 2001*). In spite of scarcity of information on microbial sensitivity pattern, couple of studies have been carried out to explore the situation of Antimicrobial Resistance in Bangladesh as well as to identify the effective intervention (*Rahman and Huda, 2014; Sultana and Rahman, 2017; GARP-BWG, 2018; Mahboob and Rahman, 2019*). The Global Framework for Development & Stewardship to Combat AMR, developed by WHO, OIE and FAO, provided guidance for global and national strategies with a focus on the appropriate use of antimicrobials in the context of One Health (*WHO, FAO and OIE, 2017*).

1.2 Global Response to Antimicrobial

WHO updated its Model List of Essential Medicines in 2017 and grouped antibiotics into Access, Watch and Reserve (AWaRe) categories based on treatment profile and potential for development of resistance (*WHO, 2017; Sharland et al., 2018*). The upgradation is expected to ensure availability of appropriate antimicrobials whenever needed and thereby increase appropriateness of prescribing. Rational use may in turn reduce the possibility of development of resistance and may help to conserve the last-resort antimicrobials at the time of actual need.

1.3 Bangladesh Context

Bangladesh has formulated the strategic document titled “National Strategy for Antimicrobial Resistance Containment in Bangladesh 2011-2016”, which outlines tiered monitoring frameworks incorporating different important stakeholders from human and animal health sector (MoHFW, 2015[a]).

1.4 Road map of National Action Plan of ARC

The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) also developed and endorsed a National Action Plan, which identified the key areas and specific activities to be undertaken (MoHFW, 2017[a]). Later on, a detail document titled “Road map of National Action Plan of ARC” was also formulated that clearly outlined the activities along with the responsible government players and their expected role (MoHFW, 2017[b]).

In the Roadmap, under the heading of “4.2. Monitor use of Antimicrobials”, the statement has been mentioned as “4.2.3. Estimation of consumption of antimicrobials both in human and animal health sector”. The Directorate General of Drug Administration (DGDA) is the responsible authority for estimating the consumption of antimicrobials in both human and veterinary.

In recent National Strategy and National Action Plan for Antimicrobial Resistance Containment in Bangladesh (2021-2026) section 3.3.3 DGDA is responsible to establish a system for the national surveillance of antimicrobial consumption (AMC) in human health.

1.5 Formation of the Task Force to Monitor AMC/AMU Surveillance in Bangladesh

In 2017 Directorate General of Drug Administration formed the “Task Force to Monitor Antimicrobial Consumption in Bangladesh”. The main responsibilities of this Task Force was: Approval of the methodology to study antimicrobial consumption in Bangladesh with appropriate modification of the WHO Methodology. A series of meeting has been conducted to develop the methodology to conduct AMC surveillance in Bangladesh. In 2021 Ministry of Health and Family Welfare reformed the “Task Force to Monitor Antimicrobial Consumption and Antimicrobial Use Surveillance in Bangladesh”.

2.0 AMC Surveillance in Context of Bangladesh

Back in 2017, World Health Organization (WHO), Bangladesh Country Office initiated capacity building to collect antimicrobial consumption data according to the WHO methodology for surveillance of antimicrobial consumption. WHO provided training of two focal persons by WHO/HQ, training of a wider group of professionals at DGDA .

In 2017, during the pilot phase attempts were made to adopt the global methodology in accordance with the perspective or context of Bangladesh. That modification was placed and accepted by the Task Force to Monitor Antimicrobial Consumption in Bangladesh.

In order to implement these activities in a scientific way and to keep objectivity, WHO provided support to DGDA in collaboration with Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University to establish a National Antimicrobial Monitoring System.

Since 2016, in Bangladesh, WHO, DGHS, DGDA, FAO, DG DLS and BSMMU are participating World Awareness Antibiotics Week in order to build awareness among the concerned people regarding issues related to AMR. In addition, civil society initiatives (Bangladesh AMR Response Alliance (BARA), online social forum for medical profession ‘Platform’ and different professional organizations also organized and participated in number of awareness campaign and scientific seminars. These activities has attracted , immense interest among key persons of the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) and Ministry of Livestock and Fisheries (MoLF).

In 2021 with the funding and technical support of Fleming Fund Fellowship, a SOP was developed to conduct the Antimicrobial Consumption Surveillance. With the help of mentorship from Statens Serum Institut, Denmark and Fleming Fund AMC/U surveillance Fellow conducted the Antimicrobial Consumption Surveillance for the year 2019 and 2020.

The Ministry of Health and Family Welfare nominated DGDA as the National Centre for AMC surveillance of Bangladesh and also nominated the National and alternate National focal for AMC surveillance reporting to WHO GLASS-AMC platform. As a continuation of these activities, this guidelines for AMC surveillance in Bangladesh has been developed.

2.1 National center for Antimicrobial Consumption (AMC) Surveillance

Directorate General of Drug Administration (DGDA) will play the role as the National center for Antimicrobial Consumption (AMC) Surveillance in Bangladesh based on official nomination of Ministry of Health and Family Welfare (Annex-1). The nominated National focal and an alternate National Focal will coordinate the overall surveillance activities including GLASS-AMC data reporting, the collaboration with World Health Organization and other relevant Developments partners as relevant. Ultimately the “AMR Cell” of DGDA will involve to conduct the Antimicrobial Consumption (AMC) Surveillance every year.

2.2 ToR of “Task Force to Monitor AMC/AMU Surveillance in Bangladesh”

1. Approval of the methodology to study antimicrobial consumption and antimicrobial use in Bangladesh with appropriate modification of the WHO/OIE Methodology.
2. Periodic review and approval of the National Antimicrobial Consumption and Antimicrobial Use survey activity & report.
3. Monitor and evaluate the implementation status of the National Antimicrobial Consumption and Antimicrobial Use surveillance. Formation of sub-committee/ working committee to work closely with special priorities on Antimicrobial Containment issues.

2.3 ToR of AMR Cell of DGDA

1. To conduct AMC/U surveillance in Bangladesh.
2. Periodic review and approval of the National Antimicrobial Consumption and Antimicrobial Use survey activity & report.
3. Coordinate and implement AMR Awareness.
4. On behalf of DGDA this cell will work on AMR related activities.

2.4 Relevant Stakeholders:

The registered manufacturers of antimicrobial drugs in Bangladesh, the importers and the Government agencies who are involve in donation receive (antimicrobial drugs) are the main key stakeholders.

2.5 Timeline for the data submission and report generation:

Every year in January DGDA will issue an official letter to the antimicrobial drug manufacturer/importers/other govt. agencies to submit the distribution/import/donation data of last year within 31th January. The report will be generated within 30th April. The reporting frequency and timeline can be changed with prior permission from the “Task Force to Monitor AMC/AMU Surveillance in Bangladesh”.

3.0 Methodology

The Directorate General of Drug Administration, as national regulatory authority, is responsible ensuring the quality, safety and efficacy of medical products in Bangladesh. In Bangladesh, as per the Drugs (Control) Ordinance, 1982 section 5 (1) “ No medicine of any kind shall be manufactured for sale or be imported, distributed or sold unless it is registered with the licencing authority.” For setting up a surveillance system on antimicrobial consumption and for standardized data collection at the national context, DGDA will follow the following WHO’s guidance documents as common technical basis-

1. WHO methodology for a global programme on surveillance of antimicrobial consumption.
2. GLASS Methodology for surveillance of national antimicrobial consumption.
3. GLASS Manual on the management of antimicrobial consumption data.

3.1 ATC/DDD System

ATC Classification system

The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system is the most commonly used method for aggregation of medicines data and allows flexibility in reporting by medicine or groups of medicines. In this system, the active substances are divided into different groups according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties.

Level 1:	indicates the anatomical main group and consists of one letter. There are 14 main groups. The group most relevant to work on antimicrobials is group J Anti-infectives for systemic use. However, there are some examples of antimicrobials classified in other main groups, e.g. antibiotics used as intestinal anti-infectives are in ATC main group A Alimentary tract and metabolism, while some oral and rectal anti-protozoal agents are in ATC main group P Anti-parasitic products, insecticides and repellants.
Level 2:	pharmacological/therapeutic subgroups, e.g. J01 is Antibacterials for systemic use, J02 Antimycotics and J04 Antimycobacterials.
Level 3:	chemical/pharmacological subgroups, e.g. J01C is Beta-lactam antibacterials, penicillins
Level 4:	pharmacological subgroup, e.g. J01CA is Penicillins with extended spectrum
Level 5:	chemical substance, e.g. J01CA01 is ampicillin and J01CA04 is amoxicillin.

3.2 Measurement Units : Defined Daily Dose (DDD)

The most commonly used measurement statistic is the number of Defined Daily Doses (DDDs). The Defined Daily Dose (DDD) is the assumed average maintenance dose per day for a medicine used for its main indication in adults. A DDD is only assigned for drugs that already have an ATC code. The DDD, however, is only a technical unit of use and does not necessarily reflect the recommended or average prescribed dose.

The DDDs for the anti-infectives are as a main rule based on the use in infections of moderate severity. However, some anti-infectives are only used in severe infections and their DDDs are assigned accordingly.

There are no separate DDDs for children which makes the DDD estimates for paediatric formulations more difficult to interpret.

The numbers of DDDs is calculated as follows:

$$\text{Number of DDDs} = \frac{\text{Total grams used}}{\text{DDD value in grams}}$$

Where the total grams of the medicine used is determined by summing the amounts of active ingredient across the various formulations (different strengths of tablets or capsules, syrup formulations, injections etc.) and pack sizes.

The numbers of DDDs provides a measure of extent of use, however for comparative purposes these data are usually adjusted for population size or population group, depending on the medicines of interest and the level of data disaggregation that is possible.

For most antimicrobials, the DDDs/1000 inhabitants/day (DID) will be calculated for the total population including all age and gender groups (if applicable). The possible stratification of the national estimates are age group, gender, sectors (community and hospital, public and private).

3.3 Antimicrobials included in monitoring

Based on the WHO surveillance program, DGDA focuses only on antimicrobials for systemic use excluding the Topical Antimicrobials. The core set of antimicrobials that are included in the National AMC surveillance in Bangladesh are:

Antibacterials	J01
Antibiotics for alimentary tract	A07AA
Nitroimidazole derivatives for protozoal diseases	P01AB

In consideration of optimal list of Antimicrobials available in Bangladesh, National AMC surveillance will include the registered molecules of the following categories -

Antifungals	J02
Antimycotics	D01BA
Antivirals	J05
Antimycobacterials for treatment of tuberculosis	J04A
Antimalarials	P01B

3.4 Different level of health care Sector

National AMC surveillance center as well as AMR cell of DGDA will explore the mechanism of stratifying the National level data based on WHO recommended the health care sector (Public & Private) and two health care level (Hospital & Community).

Combinations of health care sectors and levels

LEVEL / SECTOR	PUBLIC	PRIVATE	GLOBAL
Community			
Hospital			
Total			

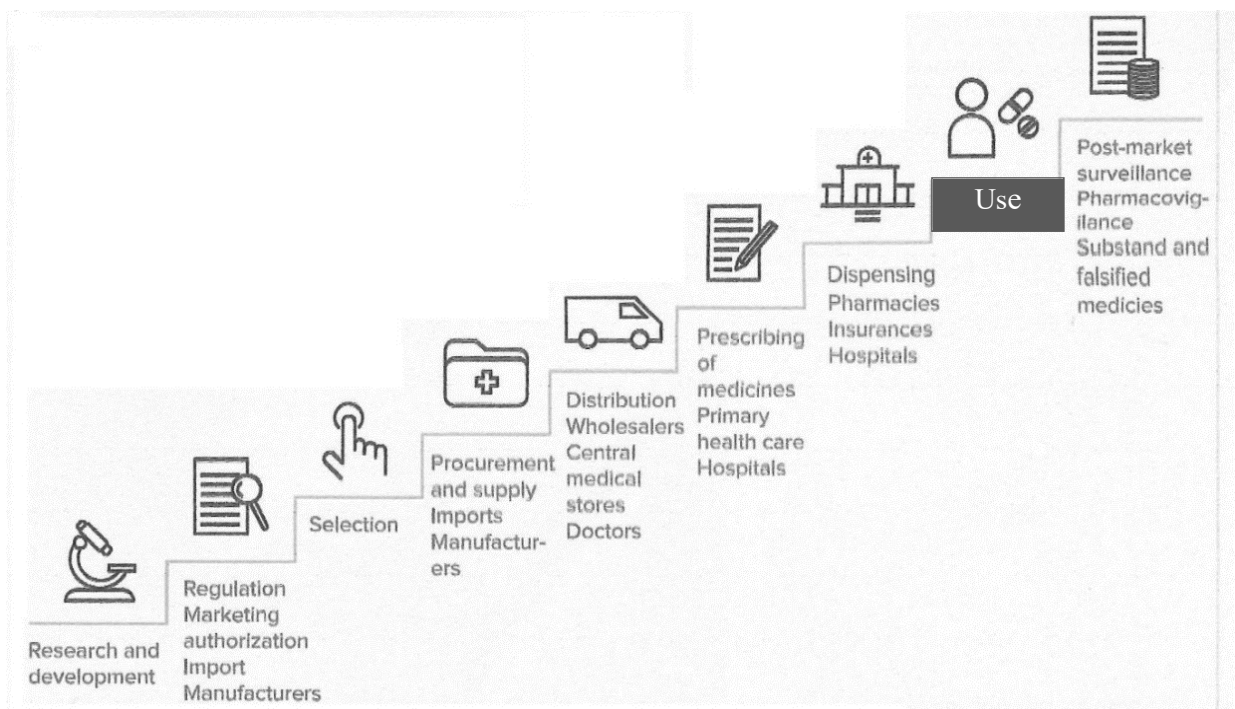
3.5 (a) Common Data Source of AMC surveillance based on the medicine value chain

As per GLASS Methodology for surveillance of national antimicrobial consumption Guidelines potential sources of information on AMC Information on the AMC can be obtained from five levels of the value chain of medicines as shown in Fig. 3.

The levels are:

- procurement and supply
- distribution
- prescribing
- dispensing
- patient use.

Fig: 3 Value Chain of Medicine



3.5 (b) Determination of Data Source in the context of Bangladesh AMC Surveillance

To conduct the AMC surveillance in Bangladesh the common source will be (1) procurement and supply (import and donation) and (2) distribution (locally manufactured and distributed). Compared to the production data, the distribution data* provides the closest estimation of national consumption.

Data Collection Source:

1. Local manufacturers.
2. DGDA NOC section.
3. DGDA Indent section.
4. Importers and other government agencies.

*distribution data = products leaving the central warehouse of the concerned manufacturer for further distribution and consumption.

3.6 The framework for estimating consumption in the Context of Bangladesh

- The General estimate of the national Antimicrobial Consumption in Bangladesh are—
- Sale in the Domestic Market + Import (finished product) + Donation. Therefore, only the sale in the domestic market and antimicrobials distributed through different programs are consumed by the inhabitants of the country. For convenience and accuracy, the quantity of pharmaceutical products leaving the factory to be distributed within the country for domestic consumption will be collected. If there is no import or no donation of the Antimicrobial Products then the value zero “o” will be incorporated.
- Finally, the proxy estimate of the National Consumption in Bangladesh is—

Products leaving the factory for distribution in the Domestic Market+Import (finished product)+Donation

4.0 Data Collection

According to the WHO- “GLASS Methodology for surveillance of national antimicrobial consumption”, the general elements of data collection for AMC are—

Antimicrobial consumption data	<ul style="list-style-type: none"> • Product level data • Consumed packages at product level (aggregated packages) • May be stratified by health care levels and sectors
Denominator data	<ul style="list-style-type: none"> • Population under surveillance to which data apply • May be stratified by health care sectors
Contextual information related to antimicrobial consumption	<ul style="list-style-type: none"> • Data source informations; for example, national reference data (total) or health care sector (community or hospital) • Which antimicrobials are included in surveillance • Specific exclusions of health care institutions (e.g nursing homes, day care centres, psychiatric facilities and private sector)

4.1 Steps by step the data collection Procedures

Step-1: Updating the Antimicrobial products in prescribed excel format.

- For the collection of AMC surveillance data, DGDA-AMR cell will update the product list and the manufacturer list every year based on the relevant data of AM products. (Until web-based AMC data reporting system developed).
- The distribution data for AMC surveillance will be updated at the product level (proprietary and generic products) and comprise information on the active substance(s) of the product, route of administration, strength per unit, number of units per package and total number of packages consumed.
- The procurement and supply (import and donation) data will be collected from the importer and the government agencies comprise information on the active substance(s) of the product, route of administration, strength per unit, number of units per package and total number of packages consumed.
- Data collection will be facilitated by means of a standard Excel template with functions to calculate volume and consumption for each product.
- Appropriate coding (ATC5) at WHO AMC template will also be populated and/or updated based on Product ID.

Step-2: Communication with the stakeholders

- DGDA will issue an official letter every year to the manufacturers & relevant stakeholders to provide the antimicrobial distribution data (or donation or import if any). (Annexure -2: Letter Format of AMC Surveillance). If required, a reminder letter will be issued.
- Data will be collected once in a year.
- Export data will not be collected. The antimicrobials available only for veterinary use will only be included when it is necessary.
- DGDA will provide an Excel sheet for each manufacturer/stakeholders to provide the data. This EXCEL sheet will be formulated/updated by using DGDA website database (Annexure-3: Template of Data Collection (in EXCEL sheet) for AMC Surveillance).
- In case of development of Web based AMC data reporting system, the communication with the stakeholders will be facilitated by the IT system.
- Proper monitoring and overall coordination of data collection will be conducted by the AMR cell in collaboration with WHO.

Step-3: Preliminary validation and re-communication (if required).

- The received data will be thoroughly evaluated for ensuring the harmonized “quantity based on unit” provided by the stakeholder/manufacturer.
- In case of any confusion arise during checking, AMR cell will communicate with the concerned stakeholder to confirm/correct the data or triangulate with other sources of data like IQVIA.
- The collection of relevant contextual information will also be ensured.

Step-4: Compilation of data and populating WHO AMC template.

- The Compiled data will be populated to the latest WHO AMC template.

4.2 Template for Data Collection

The WHO AMC Excel template has multiple worksheets for entering:

- data for the main ATC groups and health care sectors and levels per year
- population per year
- consumption data at product level including:
 - the list of products
 - the consumed number of packages per year, and the health care sectors and levels.

4.3 Structure of template

Macro	These are embedded routines to assist in data checking and export.
Data Availability	for each category of medicine (A07AA, D01BA, J01, J02, J04, J05, P01AB, N04BB) indicate whether the data represent the total, community or hospital consumption
Product Data	the key worksheet for data. A separate guidance document is available to provide step-by-step advice on completing this worksheet.
Population Data	for each category of medicine (A07AA, D01BA, J01, J02, J04, J05, P01AB, N04BB) indicate population to which the given consumption data apply
ATC	list of medicines being monitored, with ATC code and ATC level.
DDD	the DDD assigned by the WHO Collaborating Centre with units of measurement (gram, mg, MU)
DDD combination	provides a list of combination medicines that have an approved DDD or approved 'unit dose' measurement
Conversion	a table of conversion factors from MU to grams (See Annex 4)
Units	a description of the units used (See Annex 5)
Salts	the specification of salts is only required for hexamine (hippurate or mandelate) and where erythromycin data relate to the ethylsuccinate salt.
RoAs	routes of administration (oral, parenteral, rectal, inhalation powder, inhalation solution). (See Annex 6)

5.0 Variables

Variables for antimicrobial medicines register

DGDA has a database of registered drugs in their website (www.dgda.gov.bd) which are publically available. Using this database a list of antimicrobial drugs can be created. The following product-level variables are being used to conduct this AMC surveillance. Data of imported and donated antimicrobial drugs will be collected from the importers or Government agencies like- National TB program etc using these same variables.

Table 2: Product-level data variables for the antimicrobial register (for local production, import and donation)

COUNTRY	Based on ISO 3166 alpha-3 country codes
PRODUCT_ID	Unique identifier of the medicinal product package (MPP).
LABEL	Medicinal product package label
PACKSIZE	Size of the package
PACKSIZE_UNIT	Pack size unit of measurement
PAEDIATRICS_PRODUCT *	Is it a paediatric medicine product
FORM*	Pharmaceutical formulation type
ROUTE_ADMIN	Route of administration
STRENGTH	Quantity of the main ingredient of each item
STRENGTH_UNIT	Unit measurement of strength
INBASQ	Basic ingredient quantity
INBASQ_UNIT	Unit measurement of the basic ingredient quantity
ATC5	WHO ATC code at substance level (ATC5-level)
SALT *	Salt of the active substance (hexamine, erythromycin only)
COMBINATION	The WHO CC has defined DDD for combined products
PRODUCT_NAME *	Medicinal product name
INGREDIENTS *	Ingredient name: e.g. amoxicillin and enzyme inhibitor.
PRODUCT_ORIGIN *	The product can be import, donation or locally produced.
MANUFACTURER_COUNTRY	The country of the manufacturer of the product.
MANUFACTURER *	Name of manufacturer
GENERIC*	Is the product a generic?
CONV_FACTOR (macro)	Transform strength expressed in IU into G.
WHO_DDD (macro)	The DDD defined by the WHO CC for the ATC code
WHO_DDD_UNIT (macro)	Unit measurement of the WHO DDD (MG, G, IU, MU, UD)
DPP (macro)	DDD Per Package

5.1 Incorporation of data into WHO_AMC_Template_latest version:

Steps involved in entering data into WHO_AMC_Template

- Enter the product information
- Enter the population information
- Enter the information about availability of data collected and reported
- Run the Macros to validate entered data and calculate DDD
- Run the Macros to export data into the required format for GLASS submission

5.2 Population Data- Denominator data:

ISO Country code (Alpha-3 Code): BGD

Year:

Sector: GLO

Total Population: UN population data will be collected from the following website:

<https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>

5.3 Product Data:

- Mandatory data will be required to be inserted (blue color cells), Like:
COUNTRY, PRODUCT_ID, LABEL, PACKSIZE, PACKSIZE_UNIT, ROUTE_ADMIN, STRENGTH, STRENGTH_UNIT, INBASQ, INBASQ_UNIT, ATC5, SALT, COMBINATION
- Optional data will be used to collect/gather additional information e.g. generics, marketing authorization holder, country of origin, etc.

5.4 Validation of data:

AMR cell will check the completeness and accuracy of the provided data. The relevant ATC codes and formats will be checked in collaboration with relevant experts/members from task force to monitor AMC/AMU surveillance in Bangladesh. If required, the obtained data will be compared with IQVIA data to get the essence of trend. AMR cell members in collaboration with WHO and task force members will ensure that the data is validated and triangulated with different sources of data.

6.0 Reporting metrics:

The standard reporting metric for national estimates is DDDs/1000inhabitants/day (DID). The data collection template requires entry of numbers of packages for each product included in the register. These packages may be summed to give a total number of packages consumed. This will provide a crude estimate of the number of courses of treatment with antimicrobials used per year and is based on the assumption that one package = one course of treatment. This measure needs to be interpreted carefully. In some settings, a package of oral medicine will represent a course of treatment. In other settings, patients may buy small numbers of tablets or capsules or dispensing is from large containers of the medicine, in which case a package will have very little meaning. A package is not likely to be a good guide to a course of treatment with an injectable antimicrobial.

6.1 Data Analysis using the exported AMC Excel files

The export excel file from WHO AMC template will be used for further analysis of DDDs/DIDs. The “GLASS Manual on the management of antimicrobial consumption data” will be followed for step-by-step analysis of the AMC data.

Absolute or relative consumption can be presented as- DDD per 1000 inhabitants per day in total and by:

- by pharmacological subgroup
- by route of administration (mainly oral and parenteral)
- by AWaRe categories (Access, Watch and Reserve)
- by generation
- by geographical region
- by sector (hospital/community, private/public)
- list of most frequently used substances (comprising 75% or 90% of total consumption)

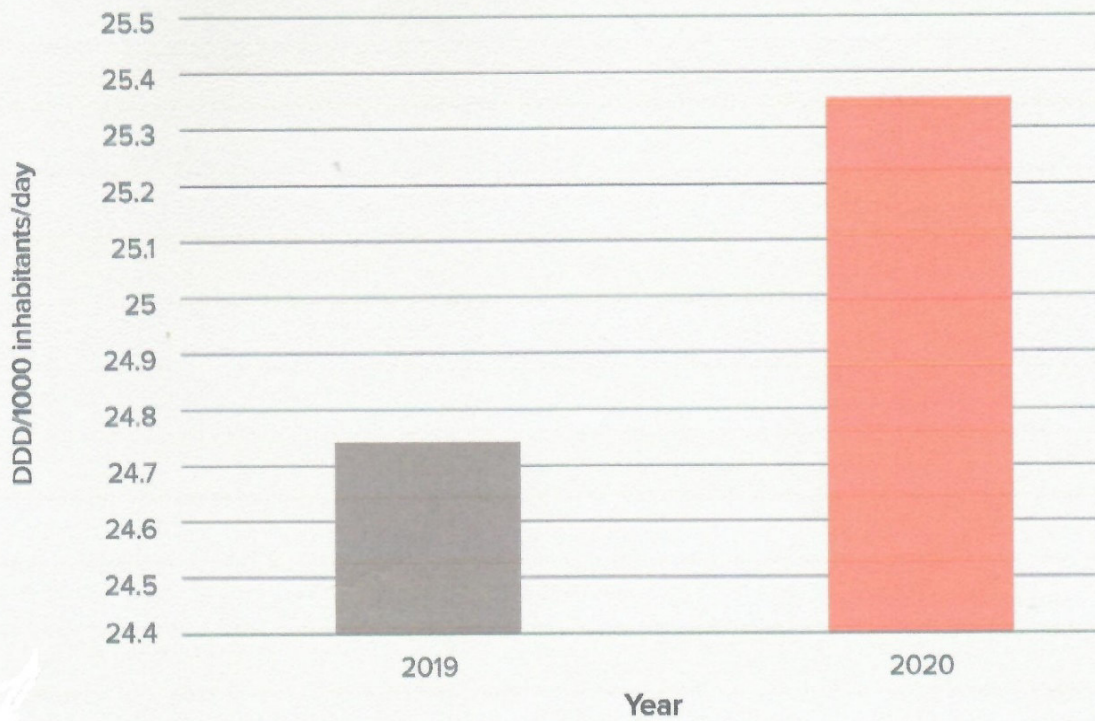
6.2 Report Generation:

The macros of the WHO AMC Template will check the validity of the entered data and finally the consumption data will be exported as Defined Daily Doses (DDD) per 1000 inhabitants per day.

The Final report will consist the following results:

- a) Total Consumption of Antimicrobials.
Antimicrobial consumption will be expressed in Defined Daily Doses (DDD) per 1000 inhabitants per day.

Output example: National antimicrobial consumption in Bangladesh, 2019-2020

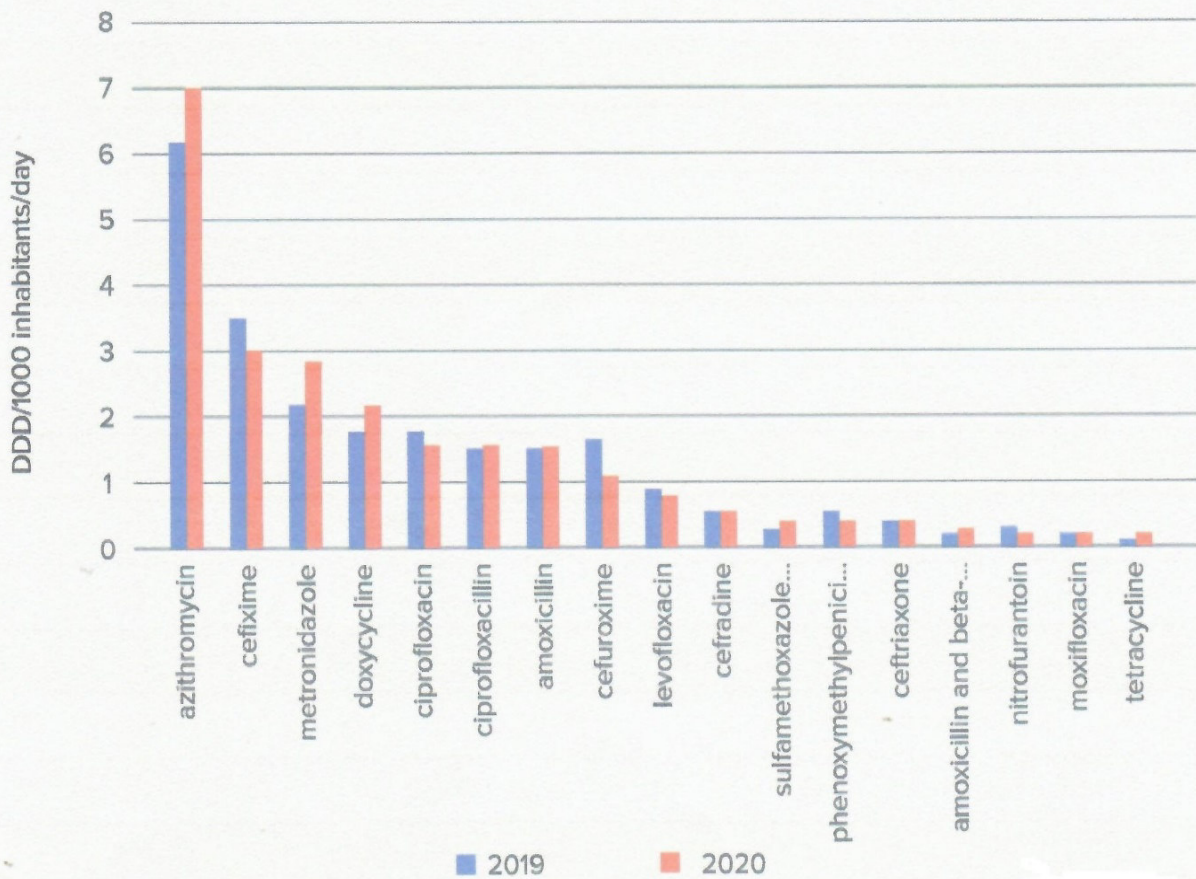


b) Detail of the Total Consumption of Antimicrobials:

The list of selected antimicrobials, consumption of which will be studied (in alphabetic order),

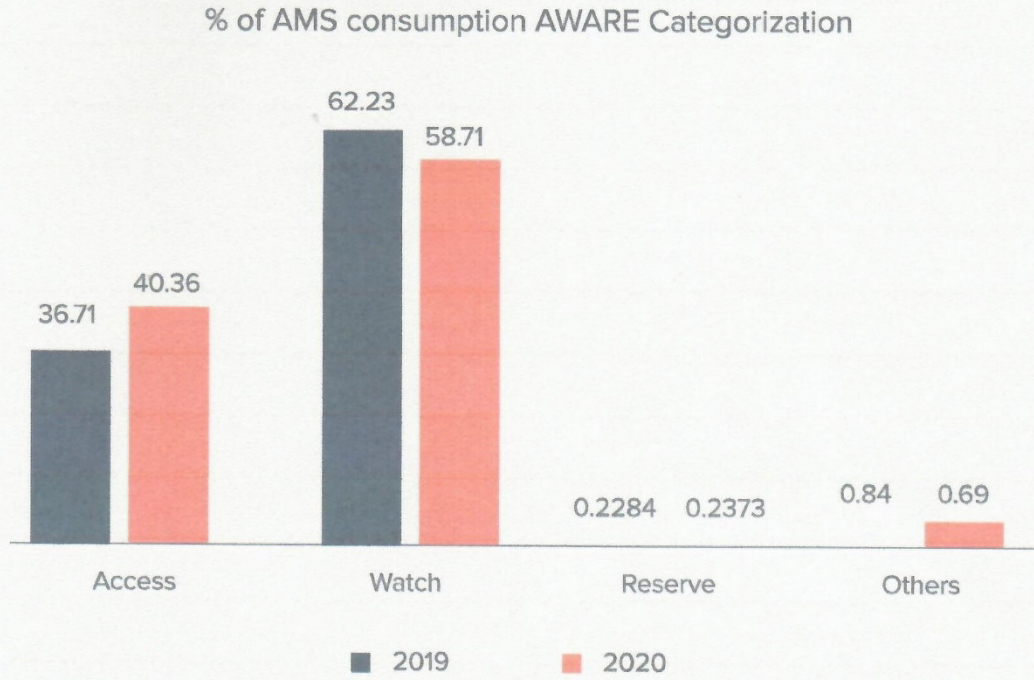
ATC Code and their corresponding consumption will be expressed in DDD/1000 inhabitants per day during the study period.

For an example:



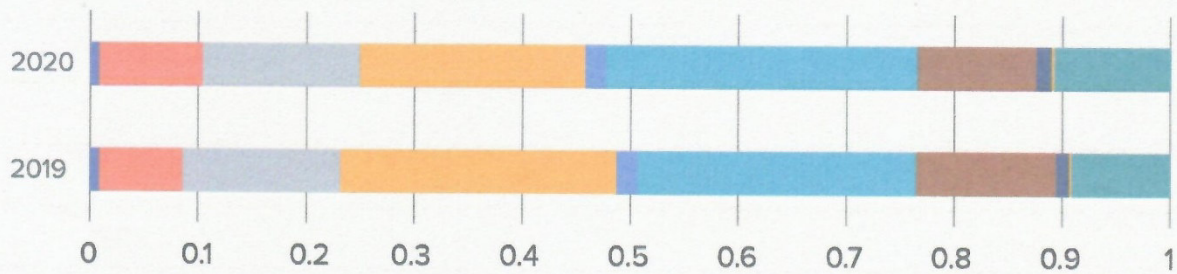
c) DID by AWaRe categories:

For an example:



d) DID by pharmacological subgroup

Consumption of Antimicrobials (DDD per 1000 inhabitants per Day) by Pharmacological Sub group



- INTESTINAL ANTIINFECTIVES(A07A)
- TETRACYCLINES(J01A)
- BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS(J01C)
- OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS(J01D)
- SULFONAMIDES AND TRIMETHOPRIM(J01E)
- MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS(J01F)
- AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS(J01G)
- QUINOLONE ANTIBACTERIALS(J01M)

e) DID by route of administration (mainly oral and parenteral).

For an example:

Antimicrobial Drugs	DU 75% (Oral)		DU 75% (Parenteral)	
	2020	2019	2020	2019
azithromycin	7.09	6.18		
ceftriaxone			0.31	0.40
cefixime	3.06	3.59		
metronidazole	2.70	2.20	0.039	0.042
doxycycline	2.15	1.73		
ciprofloxacin	1.60	1.84		
cefuroxime		1.45		
flucloxacillin	1.50	1.41		
amoxicillin	1.41			

f) DID of Other Antimicrobials not Mentioned in AWaRe Categorization.

For an example:

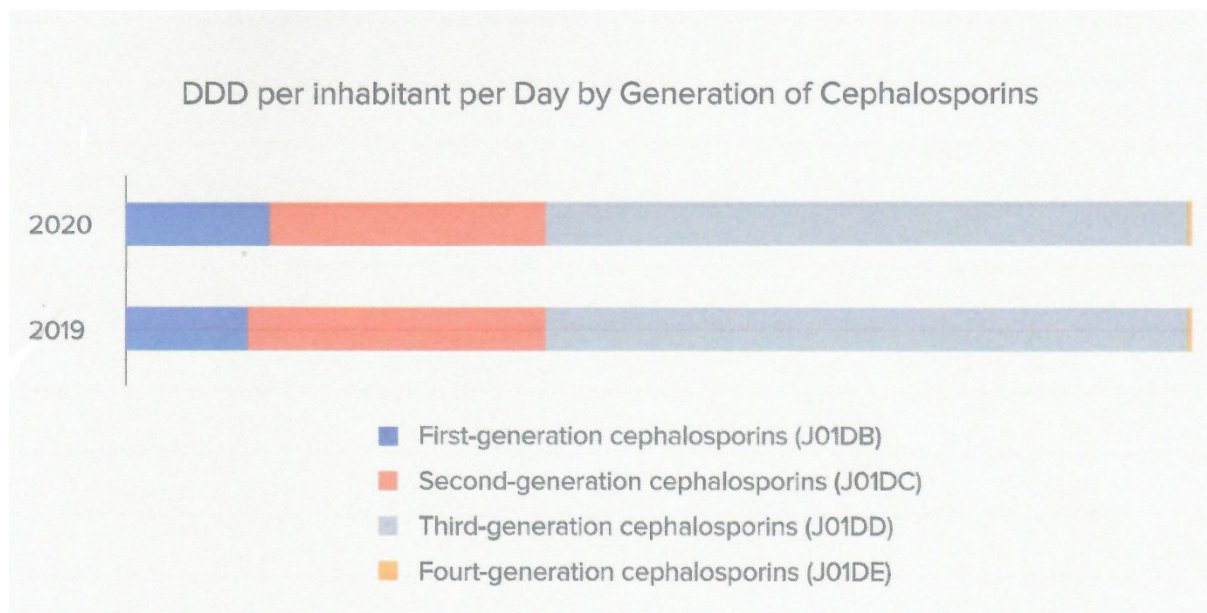
AWaRe Category	Consumption of Antimicrobials (DDD per 1000 inhabitants per Day)	
	2019	2020
Access	9.08	10.24
Watch	15.40	14.90
Reserve	0.06	0.06
Others	0.21	0.18

g) DID by sector or geographical region (if required)

h) List of most consumed or Drug Utilization 75%/90% (DU75 / DU90)

i) Pattern of Consumption of Antimicrobials by generation

For an example:



j) Any other analysis report as appropriate.

7.0 Dissemination of data

Every year AMR cell of DGDA will conduct the AMC surveillance and place the report to the taskforce to monitor AMC/AMU Bangladesh and National Technical Committee/ National Coordination Centre. (Annexure-5: Office order of “AMR Cell” of DGDA).

An expert committee will analyze/evaluate this data. This committee will evaluate the trend of antimicrobial consumption patterns compared with AMR data (collected from IEDCR) and will recommend for decision/policy making. The recommendation of this expert committee will be presented in the Taskforce to monitor AMC/AMU Bangladesh. The Taskforce will finally recommend further required action.

After approval and recommendation of the Taskforce the following action will be taken:

- (a) Regulatory action/decision of policy making will be taken by DGDA/DGHS/CDC/ IEDCR. On the basis of this recommendation if any regulatory action will be taken that will be presented in the next Task Force meeting. The Concerned department/Ministry will monitor the activity.
- (b) The national focal person of AMC surveillance/ the alternate national focal person of AMC surveillance will report to GLASS AMC and publish at national and international level.
- (c) The summary report will be published/ reported to GLASS AMC through the GLASS-AMC National Focal or Alternate National Focal.

8.0 Conclusion

Tracking antibiotic consumption within a country is an important component of the national action plan of AMR of Bangladesh. It allows for informed decisions on where to focus efforts to reduce unnecessary use and can assist evaluation of initiatives. Information on antibiotic consumption at the national level is valuable when formulating policies, developing formulary, or making decisions on prescribing guidelines or guidelines for prudent use in animals. Consumption data is further useful for benchmarking purposes and comparison between countries/ regions/ hospitals/farms. So as a National center for AMC surveillance, DGDA will continue the Antimicrobial Consumption Surveillance every year.

References

1. GLASS methodology for surveillance of national antimicrobial consumption.
2. Antimicrobial Resistance in the Western Pacific Region: A Review of Surveillance and Health Systems Response.
3. GLASS guide for national surveillance systems for monitoring antimicrobial consumption in hospitals.
4. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis
5. Surveillance and monitoring for antimicrobial use and resistance- IACG discussion paper.
6. WHO Report on Surveillance of Antibiotic Consumption: 2016–2018 Early implementation.
7. GLASS Manual on the management of antimicrobial consumption data.

Definition

Antimicrobials:

Antimicrobials – including antibiotics, antivirals, antifungals and antiparasitics – are medicines used to prevent and treat infections in humans, animals and plants.

Antimicrobial Resistance (AMR):

Antimicrobial Resistance (AMR) occurs when bacteria, viruses, fungi and parasites change over time and no longer respond to medicines making infections harder to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death.

As a result of drug resistance, antibiotics and other antimicrobial medicines become ineffective and infections become increasingly difficult or impossible to treat.

Antimicrobial stewardship

The use of co-ordinated interventions to improve and measure the use of antimicrobials by promoting optimal drug regimen, dose, duration and route are key components of a multi-faceted approach to prevent antimicrobial resistance and limit selection of resistant pathogens.

AWaRe Classification:

The AWaRe Classification of antibiotics was developed in 2017 by the WHO Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines as a tool to support antibiotic stewardship efforts at local, national and global levels. The AWaRe Classification classifies Antibiotics into three groups, Access, Watch and Reserve, taking into account the impact of different antibiotics and antibiotic classes on antimicrobial resistance, to emphasize the importance of their appropriate use.

Broad-spectrum antibiotics

These are effective against a wide range of bacteria. For example, meropenem is a broad-spectrum antibacterial.

Carbapenems

Carbapenems are broad-spectrum antibiotics, often used as the last line of treatment for hard to treat human infections caused by Gram-negative bacteria.

Carbapenemases

These are enzymes produced by bacteria which destroy carbapenems and other beta-lactam antibiotics.

Cephalosporins

Types of broad-spectrum antibiotics.

Cephalosporins – third-generation

Cephalosporins like cefotaxime and cefixime are particularly active against Gram-negative bacteria.

Generic (name)

The accepted or official nonproprietary name (not a chemical formula or a brand) by which a medicine is identified.

Gram-negative bacteria

Those bacteria that do not retain crystal violet dye in the Gram-staining procedure. They can cause many types of infection and include *E. coli* and *Pseudomonas aeruginosa*.

Gram-positive bacteria

These are bacteria that are stained dark blue or violet in the Gram-staining procedure. They include *Staphylococcus aureus* and *Clostridium difficile*.

Multi-drug resistant

Resistance to two or more antibiotics from different classes.

‘One-Health’ approach

Describes a coordinated, collaborative, multi-disciplinary and cross-sectoral work at local, national, and global levels to attain optimal health for people, animals and the environment.

Pathogen

An infectious agent (bug or germ), a microorganism such as a virus, bacterium, or fungus that causes disease in its host.

Consumption data

Consumption data refer to estimates derived from aggregated data sources such as import or wholesaler data where there is no information available on the patients who are receiving the medicines or why the antimicrobials are being used. These data sources provide a proxy estimate of use of antimicrobials.

Consumption data may be presented as total consumption for a country or may be disaggregated by setting (community or hospital; public or private sectors).

Antimicrobial use data

Antimicrobial use data refer to estimates derived from patient-level data. These data may allow disaggregation of data based on patient characteristics (gender, age), or indication for which the medicine is being used. Depending on the source of information, it may be possible to determine the patients' symptoms, physician diagnoses and medications ordered. This will facilitate assessment of clinical practice against agreed protocols and treatment guidelines.

Antimicrobial Consumption (AMC):

Antimicrobial consumption (AMC) is measured in defined daily dose (DDD), which is the assumed average maintenance dose per day for a drug used for its main indication in adults.

AMC Surveillance:

AMC data are estimates derived from aggregated data sources (ranging from macro-level, such as imports, donation, distribution and sales, to micro-level, such as data on prescriptions, dispensing and insurance). Consumption indicates the types and quantities of antimicrobials used in a specific setting over a specific period.

In order to obtain a thorough and comprehensive picture of antimicrobial resistance and to be able to identify areas in which actions are needed, surveillance data are essential. This includes data on antimicrobial resistance and also antimicrobial consumption. Surveillance systems should provide data that can be easily compared, exchanged or used locally, nationally and globally.

AWaRe Classification 2021:


Access	Watch	Reserve
Amikacin	Arbekacin	Aztreonam
Amoxicillin	Aspoxicillin	Carumonam
Amoxicillin/clavulanic-acid	Azithromycin	Cefiderocol
Ampicillin	Azlocillin	Ceftaroline-fosamil
Ampicillin/sulbactam	Bekanamycin	Ceftazidime/avibactam
Azidocillin	Biapenem	Ceftobiprole-medocaril
Bacampicillin	Carbenicillin	Ceftolozane/tazobactam
Benzathine-benzylpenicillin	Carindacillin	Colistin_IV
Benzylpenicillin	Cefaclor	Colistin_oral
Brodinoprim	Cefamandole	Dalbavancin
Cefacetrile	Cefbuperazone	Dalfopristin/quinupristin
Cefadroxil	Cefcapene-pivoxil	Daptomycin
Cefalexin	Cefdinir	Eravacycline
Cefaloridine	Cefditoren-pivoxil	Faropenem
Cefalotin	Cefepime	Fosfomycin_IV
Cefapirin	Cefetamet-pivoxil	Iclaprim
Cefatrizine	Cefixime	Imipenem/cilastatin/relebactam
Cefazedone	Cefmenoxime	Lefamulin
Cefazolin	Cefmetazole	Linezolid
Cefradine	Cefminox	Meropenem/vaborbactam
Cefroxadine	Cefodizime	Minocycline_IV
Ceftazole	Cefonicid	Omadacycline
Chloramphenicol	Cefoperazone	Oritavancin
Clindamycin	Ceforanide	Plazomicin
Clometocillin	Cefoselis	Polymyxin-B_IV
Cloxacillin	Cefotaxime	Polymyxin-B_oral
Dicloxacillin	Cefotetan	Tedizolid
Doxycycline	Cefotiam	Telavancin
Epicillin	Cefoxitin	Tigecycline
Flucloxacillin	Cefozopran	
Furazidin	Cefpiramide	
Gentamicin	Cefpirome	
Hetacillin	Cefpodoxime-proxetil	
Mecillinam	Cefprozil	
Metampicillin	Cefsulodin	
Meticillin	Ceftazidime	
Metronidazole_IV	Cefteram-pivoxil	
Metronidazole_oral	Ceftibuten	
Nafcillin	Ceftizoxime	
Nifurtoinol	Ceftriaxone	
Nitrofurantoin	Cefuroxime	
Ornidazole_IV	Chlortetracycline	


Access	Watch	Reserve
Ornidazole_oral	Cinoxacin	
Oxacillin	Ciprofloxacin	
Penamocillin	Clarithromycin	
Phenoxymethylpenicillin	Clofoctol	
Pivampicillin	Clomocycline	
Pivmecillinam	Delafloxacin	
Procaine-benzylpenicillin	Demeclocycline	
Propicillin	Dibekacin	
Secnidazole	Dirithromycin	
Spectinomycin	Doripenem	
Sulbactam	Enoxacin	
Sulfadiazine	Ertapenem	
Sulfadiazine/tetroxoprim	Erythromycin	
Sulfadiazine/trimethoprim	Fidaxomicin	
Sulfadimethoxine	Fleroxacin	
Sulfadimidine	Flomoxef	
Sulfadimidine/trimethoprim	Flumequine	
Sulfafurazole	Flurithromycin	
Sulfaisodimidine	Fosfomycin_oral	
Sulfalene	Fusidic-acid	
Sulfamazone	Garenoxacin	
Sulfamerazine	Gatifloxacin	
Sulfamerazine/trimethoprim	Gemifloxacin	
Sulfamethizole	Grepafoxacin	
Sulfamethoxazole	Imipenem/cilastatin	
Sulfamethoxazole/trimethoprim	Isepamicin	
Sulfamethoxydiazine	Josamycin	
Sulfametomidine	Kanamycin_IV	
Sulfametoxydiazine	Kanamycin_oral	
Sulfametrole/trimethoprim	Lascufloxacin	
Sulfamoxole	Latomoxef	
Sulfamoxole/trimethoprim	Levofloxacin	
Sulfanilamide	Levonadifloxacin	
Sulfaperin	Lincomycin	
Sulfaphenazole	Lomefloxacin	
Sulfapyridine	Loracarbef	
Sulfathiazole	Lymecycline	
Sulfathiourea	Meropenem	
Sultamicillin	Metacycline	
Talampicillin	Mezlocillin	
Tetracycline	Micronomicin	
Thiamphenicol	Midecamycin	
Tinidazole_IV	Minocycline_oral	
Tinidazole_oral	Moxifloxacin	
Trimethoprim	Nemonoxacin	
	Neomycin_IV	
	Neomycin_oral	
	Netilmicin	
	Norfloxacin	
	Ofloxacin	
	Oleandomycin	

Watch

Oxolinic-acid
Oxytetracycline
Panipenem
Pazufloxacin
Pefloxacin
Penimepicycline
Pheneticillin
Pipemidic-acid
Piperacillin
Piperacillin/tazobactam
Piromidic-acid
Pristinamycin
Prulifloxacin
Ribostamycin
Rifabutin
Rifampicin
Rifamycin_IV
Rifamycin_oral
Rifaximin
Rokitamycin
Rolitetracycline
Rosoxacin
Miocamycin
Roxithromycin
Rufloxacin
Sarecycline
Sisomicin
Sitafloracin
Solithromycin
Sparfloracin
Spiramycin
Streptoduocin
Streptomycin_IV
Streptomycin_oral
Sulbenicillin
Tazobactam
Tebipenem
Teicoplanin
Telithromycin
Temafloracin
Temocillin
Ticarcillin
Tobramycin
Tosufloxacin
Troleandomycin
Trovafloracin
Vancomycin_IV
Vancomycin_oral

Annexure-1


Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Health and Family Welfare
Health Services Division
Drug Administration-1 Section
 ...www.hsd.gov.bd



Record Number: 45.00.0000.182.82.001.21.48 **Date:** 2/2/2022
Recipients: Dr. Bardan Jung Rana, WHO Representative
 World Health Organization, Country Office for Bangladesh

Subject: Nomination of the National Focal Point and Alternative National Focal point for WHO Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS-AMC) reporting.

Ref: 1. WHO South-East Asia memo no- D7/48/1, dated: 10 June, 2019
 2. DGDA memo no: DGDA/AMR/2020/90, dated: 27/01/2022.

As per the above mentioned subject, we are happy to know that WHO inviting Bangladesh to enroll in the antimicrobial consumption component of WHO Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS-AMC).

02. In response to the letter of WHO South-East Asia memo no- D7/48/1, date: 10 June, 2019 I am nominating below persons as GLASS-AMC National Focal Point and Alternate National Focal Point as per instruction.

National Center for AMC surveillance:
Name of Institution: Directorate General of Drug Administration
Address: Aushadh Vaban, Mohakhali, Dhaka-1212.
Institutional E-mail: dgda.gov@gmail.com **Institution phone:** +880222280803
National Focal Point(s) for AMC Surveillance:

- **National Focal Point:**
 - Surname: Salahuddin First Name: Md Title: Mr.
 - Position: Director (cc)
 - Institution: Directorate General of Drug Administration
 - E-mail: salahuddin733@yahoo.com
 - Telephone: Work: N/A Mobile: +8801711242493
- **Alternate National Focal Point:**
 - Surname: Yesmin First Name: S. M. Sabrina Title: Ms.
 - Position: Assistant Director
 - Institution: Directorate General of Drug Administration
 - E-mail: sabrinayesmin22@gmail.com
 - Telephone: Work: N/A Mobile: +8801722903474

03. We hope that Bangladesh will work together with WHO regarding capacity building, access to implementation tools and surveillance of Antimicrobial Consumption at National level.

Attachment: Annex-'A'

Yours faithfully,



2-2-2022

Muhammad Mustafizur Rahman
 Assistant Secretary
 Phone: 9545462 (Office)
 Email: drugad1@hsd.gov.bd

Record Number:

45.00.0000.182.82.001.21.48/1(6)

Date: 2/2/2022

Copy for kind information and necessary action (Not according to seniority):

- 1) Director General, Directorate General of Drug Administration, Mohakhali, Dhaka.
- 2) Additional Secretary (Drug Administration), Health Service Division, Dhaka.
- 3) PS to Senior Secretary, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare, Dhaka.
- 4) Systems Analyst, Computer Cell, Ministry of Health and Family Welfare, Dhaka (with a request to upload this notification on the Ministry's website)
- 5) Dr. Mohamed Ramzy Ismail, Technical Officer-EDM, WHO Country Office for Bangladesh, House: 1/A, Road-8, Gulshan-1, Dhaka.
- 6) Office Copy.



2-2-2022

Muhammad Mustafizur Rahman
 Assistant Secretary

Annexure-2

Government of the People's Republic of Bangladesh
Directorate General of Drug Administration
Aushodh Vaban
Mohakhali,
Dhaka-1212, Bangladesh

Memo No: DGDA/AMR-1/2020/**Date:**

To: M/S.....

Subject: To provide distribution /import/donation statement of antibiotic for Antimicrobial Consumption Surveillance (AMC) for the Year

According to the above subject this is to inform you that Antimicrobial use is one of the main drivers of antimicrobial resistance (AMR); hence, surveillance and optimal use of antimicrobial medicines are among the key strategies to combat AMR. There is an urgent need for mechanisms to monitor antimicrobial consumption (AMC).

In this regard you are requested to submit your antibiotic locally distribution/import/donation (excluding export data) statement (for the Year.....) as per the provided XL-sheet to your e-mail.

Please send the antibiotic distribution/import/donation statement withinto the following e-mail:

.....

Attachments: 1. XL-sheet (send by e-mail).
2. Product List.

Signature
Director General
Directorate General of Drug Administration
Cont: 02222280803
e-mail: dgda.gov@gmail.com

Memo No: DGDA/AMR-1/2020/**Date:****Attention:**

1. Chairperson, the task force to monitor AMC/AMU Bangladesh.
2. Focal/Altnet focal of AMC surveillance in Bangladesh.
3. Technical Officer-Essential Drugs and Medicines, WHO, Bangladesh country office.
4. Others (if required).

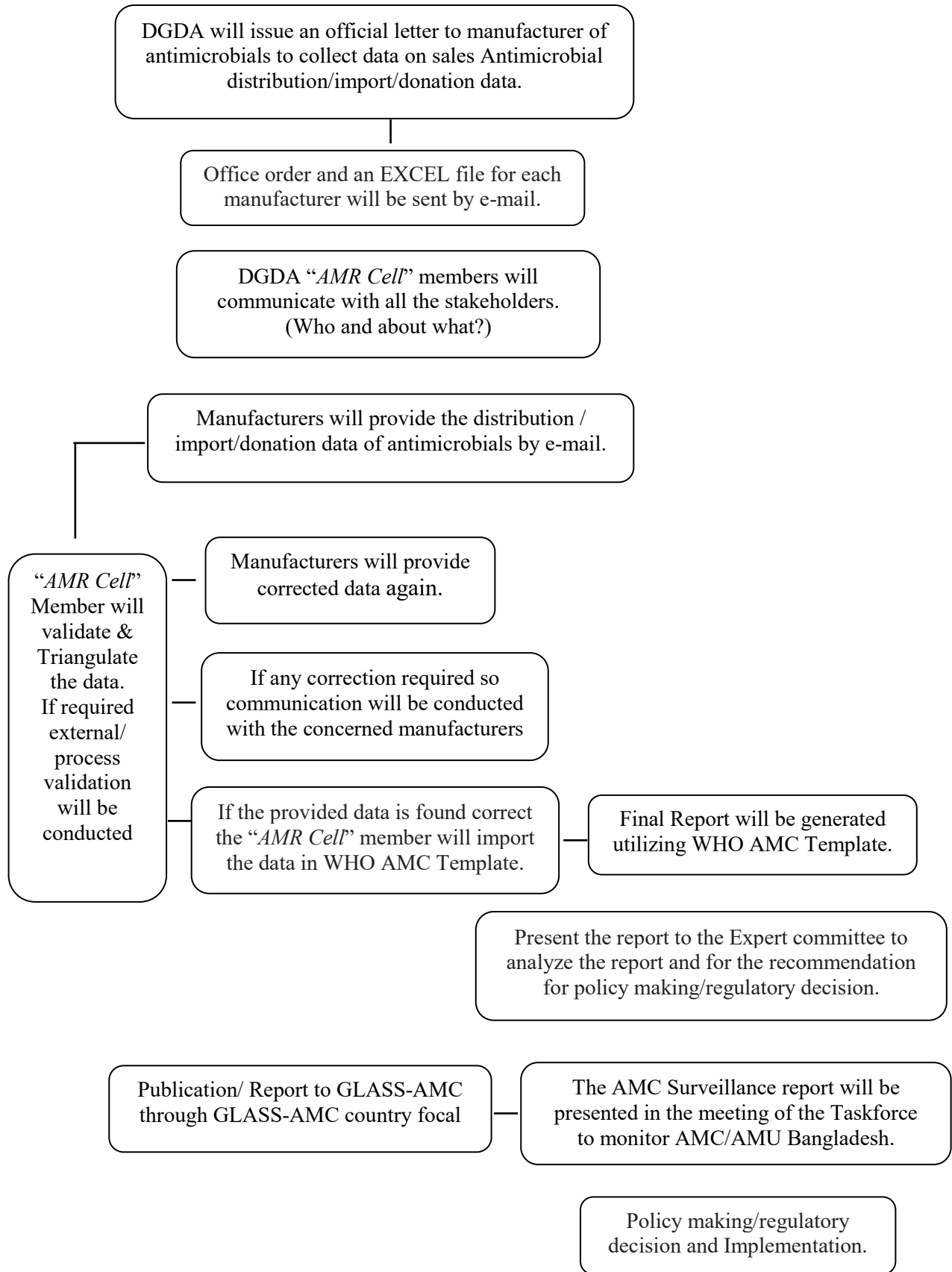
Director General
Directorate General of Drug Administration.

Annexure-3 Template of Data Collection (in EXCEL sheet) for AMC Surveillance


The template of data collection (in EXCEL sheet) for AMC Surveillance will be contained the following variables:

Name of the Manufacturer
Production Unit (if any)
Brand Name
Generic Name
DAR
Strength
Dosage Description
Route of admin
Pack Size
Pack Size (unit)
Year Jan-Jun (pcs)
 Jul-Dec (pcs)

Annexure-4 Process flow of AMC surveillance in Bangladesh:



Annexure-5 Office order of "AMR Cell" of DGDA



Government of the People's Republic of Bangladesh
Directorate General of Drug Administration
Aushodh Vaban
Mohakhali,
Dhaka-1212, Bangladesh

Memo No: DGDA/AMR-1/2020/3834 Date: ১৫/১০/২০২২

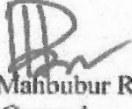
Subject: Formation of DGDA AMR Cell.

According to the above subject DGDA AMR Cell is formulated with the following officers.

1. Director General, Directorate General of Drug Administration.
2. Mr. Md Salahuddin, Director (cc), DGDA.
3. Mr. Razibul Habib, Assistant Director, DGDA.
4. Ms. S. M. Sabrina Yesmin, Assistant Director, DGDA.
5. Mr. A T M Golam Kibria Khan, Assistant Director, DGDA.

TOR of this cell:

1. To conduct AMC/U surveillance in Bangladesh.
2. Implementation of National Action Plan and Strategic Plan of AMR (DGDA part).
3. Coordinate and implement AMR Awareness.
4. On behalf of DGDA this cell will work on AMR related activities.



Major General Md Mahoubur Rahman
Director General
Directorate General of Drug Administration
Cont: 02222280803
e-mail: dgda.gov@gmail.com

Distribution: (Not according to the seniority)

1. Mr. Md Salahuddin, Deputy Director, DGDA.
2. Mr. Razibul Habib, Assistant Director, DGDA.
3. Ms. S. M. Sabrina Yesmin, Assistant Director, DGDA.
4. Mr. A T M Golam Kibria Khan, Assistant Director, DGDA.
5. Assistant Director, Admin, DGDA.
6. PA to DG, Directorate General of Drug Administration.

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ও গণযোগাযোগ-১ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২১ নভেম্বর ২০২২

নং ১৫.০০.০০০০.০২৫.১৫.০০২.২১.৩১১—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯-১১-১৯৯৪ তারিখের সম(বিধি-২) পদোন্নতি-২৭/৯৪-১৬৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩-১২-১৯৯৪ তারিখের অম/অবি/(বাস্ত-৪)/ডিপ্লো-২০/৯২(অংশ)/৬৯ নম্বর স্মারক মোতাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাদারী হিসেবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক পদে কর্মরত নিম্নবর্ণিত কর্মচারীর বেতনস্কেল ১২তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করা হলো:

ক্রমঃ নং	কর্মচারীর নাম, পদবি ও কর্মস্থল	বর্তমান বেতনস্কেল ও গ্রেড (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	যে গ্রেড ও বেতনস্কেলে উন্নীত করা হলো (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণের তারিখ
০১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা	১১,৩০০—২৭,৩০০/- (গ্রেড-১২)	১৬,০০০—৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০)	২৭-০৯-২০২১

০২। উক্ত পদের বেতন ভাতা গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট খাত হতে নির্বাহ করা হবে;

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
উপসচিব।